৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ২০ ফাল্গুন – ২৬ ফাল্গুন, ১৪২৮ ঃ ৫ মার্চ – ১১ মার্চ, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 19, 5 March - 11 March, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : যুদ্ধ ঘোষণার একদিনের মধ্যেই ইউক্রেনের রাজধানী কিভে

ঢুকে পড়ল রাশিয়ান সেনা। আকাশে পাক খাচ্ছে যুদ্ধ বিমান। পুতিনের দাবি ইউক্রেন অস্ত্র না নামালে আলোচনায় বসতে রাজি হবেন না তিনি। এদিকে বোমা হামলায় রাজধানী শহরের একাংশ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

রবিবার : কাকভোরের অন্ধকারে কাউকে কিছু না জানিয়ে আমতার

সারদা গ্রামের খাঁপড়ার কবর থেকে দ্বিতীয়বার ময়না তদন্তের জন্য মৃত ছাত্র আনিসের দেহ তুলতে গেলে গ্রামাবাসীদের বাধা ও বিক্ষোভের মুখে পড়ে সিট। চুপি চুপি অভিযান কেন? প্রশ্নের মুখে সিটের ভূমিকা।

সোমবার : অশান্তি, রক্তপাত, ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ থেকে

এবারও রক্ষা পেল না পুরভোট। ১০৮ পুরসভার ভোটের পর বিরোধীরা সোচ্চার সন্ত্রাস নিয়ে। সাংবাদিকরা সারাদিন ধরে তুলে ধরলেন অশান্তি ও অনিয়মের ছবি। প্রতিবাদে ১২ ঘণ্টার বাংলা বনধ ডাকল বিজেপি।

মঙ্গলবার: কোভিডের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ বিধি ১৫ মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে

দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নবান্নের নতুন নির্দেশিকায় রাতের বিধি আগের মতোই রাত ১২টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত কার্যকর থাকছে। অবশ্য নতুন করে কোনো বিধি আরোপ করা হয়নি।

বুধবার: রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার পরিষদে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে

বিতর্কের প্রস্তাবে ভোট দিল না ভারত। এর আগেও রাশিয়া বিরোধী ভোট থেকে বিরত থেকেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে রাশিয়ার হামলায় মৃত্যু হল একুশ বছরের ভারতীয় মেডিক্যাল পড়ুয়া নবীন শেখরাপ্পার।

বৃহস্পতিবার : রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী সোমবার।

কোভিড বিধি নিয়ে কোনো স্বচ্ছ নির্দেশিকা না থাকায় চিন্তায় ছিলেন অভিভাবকরা। গত দুদিনে করোনার মৃত্যুর সংখ্যা শূন্য হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে নানা বিধি শিথিলের সুপারিশ করায় অনেকটা চিন্তামুক্ত সকলে।

শুক্রবার: নিয়োগ নিয়ে কিছুতেই গেরো কাটছে না এসএসসির। এর

আগে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আদালত কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। এবার পাঁচ সদস্যের নজরদারি কমিটির ভূমিকা খতিয়ে দেখতে সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বনগাঁ পুরসভা নির্বাচন

মতুয়াগড়ে ভরাডুবি বিজেপির

কল্যাণ রায়চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গে বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত মতুয়া সম্প্রদায়ের হাত ধরেই বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে আসে। সদ্য সমাপ্ত পুর নির্বাচনে সেই মতুয়াদের সমর্থন হারানোয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল। বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগনা বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের মতুয়াগড়ে বিজেপির ভরাডুবি বলতে গেলে বিজেপিকে মাঠের বাইরে ঠেলে দিল। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোবরডাঙা পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৫টি তৃণমূল, বনগাঁ পুরসভার মোট ২২টির মধ্যে ১৯টি তৃণমূল, চাকদহ, কল্যাণী, গয়েশপুর, হরিণঘাটা এই পুরসভাগুলির সবকটি ওয়ার্ডই দখল করে তৃণমূল। শুধুমাত্র বনগাঁ পুরসভার একটি মাত্র ওয়ার্ড ছাড়া বিজেপি আর কোনও আসনই পায়নি। মতুয়াগড় বিজেপির এহেন ভরাডুবি প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে যে মতুয়ারা বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছিল, তারাই সাম্প্রতিক পুর নির্বাচনে বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' এর কারণ সম্পর্কে মহীতোষবাবু বলেন, 'গত বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়াদের প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট তৃণমূলের বিপক্ষে যায়। পুর নির্বাচনে প্রায় ষাট থেকে সত্তর শতাংশ ভোট আবার তৃণমূলে ফিরে আসে। এর কারণ হল, তখন মতুয়া তথা উদ্বাস্তু মানুষ ভেবেছিল যে নরেন্দ্র মোদী সরকার সিএএ আইন এনে মতুয়া তথা বাংলাদেশি উদ্বাস্তু মানুষদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দেবে। যে মুক্তির জন্য বড়মা জীবিত থাকাকালীন যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, নরেন্দ্র মোদী সরকারের উদ্যোগে সেই সুদীর্ঘ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটবে। এমনটাই আশা করেছিল তাঁরা। এ কারণে তারা বিজেপিকে সমর্থন করে। আর এই সমর্থনের ফলে নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে মতুয়াদের উপর রাজ্যের শাসকদলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অত্যাচার, হেনস্থা নেমে আসে। কিন্তু দেখা যায়, যে উদ্দেশ্যে মতুয়ারা বিজেপিকে সমর্থন করেছিল, এতদিনে তাদের সেই উদ্দেশ্য তো সফল হলই না, পাশাপাশি তাদের উপর শাসকদলের পক্ষ থেকে যে অত্যাচার, নির্যাতন চালানো হয়, তার বিরুদ্ধেও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বদের কাছে তারা কোনও সহযোগিতা পায়নি। বিশেষত এই দুটি কারণেই মতুয়াদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এর ফলশ্রুতিতেই তারা বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে এর আগেও বলেছি, যে মতুয়ারা যদি বিজেপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বিজেপি এই রাজ্যে যেমন অপ্রাসঙ্গিক ছিল, আবার তেমনই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। সাম্প্রতিক পুর নির্বাচনে হয়তো সেই আশঙ্কার আঁচ কিছুটা বোঝা গেল।'

সবুজের সাইক্লোনে বিধ্বস্ত বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৬টি পুরসভা নির্বাচনের যে ফলাফল হল, তাকে সবুজের সাইক্লোন বলা যেতেই পারে। আর সেই সাইক্লোনে ডান-বাম-গেরুয়া শিবির বিধ্বস্ত। বজবজ পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে নির্বাচনের আগেই ১৮টি ওয়ার্ড বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছিল তৃণমূল শিবির। ৫ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচন হয়। বজবজের বিবিআইটিতে গণনার দিন দেখা গেল ৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী ফুলু দে ভোট পেয়েছেন ১৮৮৩টি, সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ ইমতিয়াজ ভোট পেয়েছেন মাত্র ৭৯টি। ৮ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী সেখ আমিনুদ্দিন ভোট পেয়েছেন ৩৯৪৩টি অন্য দিকে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী ভোট পেয়েছেন মাত্র ৩৭টি। অর্থাৎ বজবজ পুরসভা বিরোধী শূন্য হয়ে গেল। মহেশতলা পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৪টি তৃণমূলের দখলে গেল। ৮ নম্বর ওয়ার্ডটিতে কংগ্রেসের প্রার্থী সেখ সাহিনা জয়লাভ করেছেন। একদা লাল দুর্গ মহেশতলায় সিপিএম কার্যত ধুয়ে মুছে সাফ। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডেই তৃণমূলের সাইক্লোন। গত বিধানসভা নির্বাচনে পুরসভার ১২টি ওয়ার্ডে বিজেপি এগিয়েছিল, অথচ পুরভোটে বিজেপি কার্যত ব্যাকফুটে চলে গেল। ডায়মন্ড হারবার পুরসভাও বিরোধী শূন্য হয়ে গেল।

জয়নগর-মজিলপুর পুরসভা এই প্রথম এককভাবে দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস। ১৪টি আসনের মধ্যে ১২টি দখল করেছে

তৃণমূল। কংগ্রেসের হাতে ১টি ও এসইউসিআইয়ের হাতে ১টি আসন থাকল। এই পুরসভায় কংগ্রেসের যে দাপট ছিল তাও উধাও হয়ে গেল।

বারুইপুর পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডেই তৃণমূলের জয় জয়কার। ১৬টি ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী দিয়েছিল, ১৪টি আসনে তারা জামানত জব্দ করেছেন। ৪ নম্বর ওয়ার্ডটি বিজেপির দখলে ছিল, সেটাও আর ধরে রাখতে পারেনি। বারুইপুর, পুরসভাও বিরোধী শূন্য হয়ে গেল।

রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৩টি ওয়ার্ডই গেল তৃণমূলের দখলে। পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডটিতে সিপিএম প্রার্থী অর্চনা মিত্র জয়লাভ করে জেলায় লাল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখল।

আর ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ নির্দল প্রার্থী শিশির ভট্টাচার্য তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে নজির গড়েছেন। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভাতে তৃণমূলের ক্ষমতা আরও বাড়ল।

রাজ্য জুড়েই তৃণমূলের জয় জয়কার। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী এই প্রসঙ্গে বলেন, যত জিতব তত যেন আমরা নম্র হই। মানুষের জন্য আরও বেশি করে কাজ করতে চাই। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ফলের ভবিতব্য জানাই ছিল।

ছবি: অরুণ লোধ

অতিমারী ও নারীপাচার

দ্যুতিমান ভট্টাচার্য

বিশ্বজনীন করোনাতঙ্ক। লকডাউন। সবসীমান্ত অবরুদ্ধ। এটাই তো চেয়েছিলেন অনেকে।

ট্রাম্প চেয়েছেন সীমান্ত প্রাচীর, মেক্সিকোর সাথে। গ্রীস চাইছে শরণার্থীদের পথ রুদ্ধ করতে। আমরা চীনা যোদ্ধাদের রুখতে।

ফি বছর কয়েকলক্ষ নারী ও শিশু পাচার হয়ে যায়। মেক্সিকো থেকে আমেরিকায়। ফিলিপিন্স থেকে ইউরোপে। বাংলাদেশ থেকে এদেশে। এদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে। এদের বেশিরভাগের বয়সই ১২ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। প্রাথমিক লকডাউনে পাচারে পড়েছিল যতি। কিন্তু সত্যি কী তাই?

২০০৯ সালে সাইক্লোন আয়লা' সুন্দরবনে শুধু প্রাকৃতিক ক্ষতি করেনি। মারাত্মক আর্থ সামাজিক ক্ষতিও আনে বাদাবনের মানুষের জীবনে। বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে পড়ে কৃষিক্ষেত্রে। অন্তত ১০০টি নদীবাঁধ ঝড়ের দাপটে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কাজ হারায় কৃষি মজুর। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েদের বেচে দেয় মা-বাবারা।

করোনা কী একই রকম ক্ষতি করবে? নাকি এর ভয়াবহতা হচ্ছে আরো বেশি?

আয়লায় জেলার ক্যানিং ও ডায়মন্ড হারবার মহকুমা প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কর্মহীন বহু মানুষ অন্যত্র চলে যান। বহু ছোট ছেলেমেয়েরা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এদের সিংহভাগ পাচারকারীদের পাল্লায় পড়ে। আগে শুধু কুমারী মেয়েরাই পাচার হতো। আয়লা পরবর্তী সময়ে বিবাহিতা মহিলারাও পাচার হতে শুরু করে।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মসূত্রে ছিলাম বহুবছর। দেখেছি বাদাবনের জীবনের নিদারুণ বৃত্তান্ত। জলে দস্যু, ডাঙায় বাঘ। মউলি-মেছুয়াদের জীবনচক্রের নিত্যদিনের অঙ্গ। একদিকে জলদস্যু, অন্যদিকে কুমির, কামোঠ, বাঘ আর অপরিণামদর্শী ঝড়। এক নিদারুণ ট্রাপিজের খেলাই বোধহয় শুধুমাত্র তুলনীয় হতে পারে এদের জীবনযাপনের সাথে।

২০১৯ সালের ৯ অগস্ট গিয়েছিলাম সুন্দরবন হাজী দেশারত কলেজ, পাঠানখালীতে। মাতলা নদী পেরিয়ে। নারী পাচার রোধে রাজ্যস্তরের সেমিনারে বক্তব্য রাখতে। পাচারের প্রাণকেন্দ্রে। বিগত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ও ডায়মন্ড হারবার মহকুমা দুটি মানব পাচারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর ২০১৭-র তথ্যানুযায়ী, ২০১৬ সালে সারা দেশে ৮১৩২টি মানব পাচারের মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। এর মধ্যে ৩৫৭৯টি মামলা পশ্চিমবঙ্গের। অর্থাৎ ৪৪% মামলা নিয়ে আমরা মানব পাচারের শীর্ষে।

পাচার রোধে কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও পাচারকারীরা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। নিতানতুন কৌশলে তারা নারী-শিশুদের ফাঁদে ফেলে পাচার করছে। কলেজপড়ুয়া ছাত্রীদের বিয়ের প্রলোভন, দরিদ্র-অসহায় নারীদের বিদেশে গৃহপরিচারিকার কাজ এমনকি মধ্যবিত্ত নারীদেরও ভালো কাজের কথা বলে পাচার করা হচ্ছে।

নারী-শিশু পাচারে আরও

কৌশলী হচ্ছে পাচারকারী চক্র। সন্দেহ এড়াতে পাচারে নিতানতুন কৌশল অবলম্বন করছে তারা। তদন্তে জানা যায় যে, পাচারকারীরা মিসড্ কল বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করে টার্গেটের সাথে। সঙ্গে দোসর সোশ্যাল মিডিয়ার হাজারো প্ল্যাটফর্ম। মুহূর্তে আমি হতে পারি তোমার বন্ধু! মেসেঞ্জারে চ্যাট, তারপরেই মোবাইল নম্বর আদান প্রদান। ঘুঁটি সাজিয়ে চলেছে তাঁরা।

মাছ যেমন জিইয়ে নিয়ে আসতে হয় বাজারজাত করতে, সেরকম জিয়ানো আছে কি ভিক্টিমরা? ভয় লাগে। বাদাবনের জীবনযাপনটাকে পরিপ্রেক্ষিত ধরে বিশ্বজুড়ে মানব পাচার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রধান কারণগুলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। মূল্যবোধের অবক্ষয়, আইনগত দুর্বলতার সুযোগ, নীতি ও অনুশাসনের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, দুর্বলতা ও শিক্ষার অভাব এবং তা প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কমতি এবং সর্বোপরি প্রতিকারের জন্য আইনি সহায়তার সীমিত সুযোগ নারী ও শিশু পাচারের কারণগুলো অন্যতম।

পাচার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য গণমাধ্যমের বড় ভূমিকা। সাধারণ মানুষকেও হতে হবে সতর্ক। আর, প্রশাসনকে হতে হবে প্রোঅ্যাক্টিভ। এতদিনের রিঅ্যাক্টিভ নয়তো ভবিষ্যত ভয়ঙ্কর হতে পারে। কারণ, সুন্দরবনের জল-জঙ্গলে বাঘ-কুমিরের চেয়েও ভয়ানক যে পাচারকারীরা।

ভ্যান গগের সেই উক্তি ভীষণই সত্যি মনে হয় – মরে যাওয়া কঠিন, কিন্তু আরও কঠিন বেঁচে থাকা।

নারী ও শিশু পাচার হলো মানব সভ্যতার প্রতি উপহাস।বর্বর যুগের প্রতিচ্ছবি। মানবিক মূল্যবোধ ও অধিকারকে ভুলুণ্ঠিত করার নিদর্শন। পুলিশিং বদল করতে হবে। অর্থা, নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ পাওয়ার পর ব্যবস্থা শুধু নয়। পাচারের পেছনে যে জটিল আর্থ-সামাজিক কারণগুলো আছে, সেগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। করোনা উত্তর সময়ের কথা চিন্তা করতে হবে।

বক্তব্য লেখকের নিজস্ব

লেখক পরিচিতিঃ লেখক বর্তমানে হাওড়া সিটি পুলিশে ডেপুটি কমিশনার সদর পদমর্যাদায় কর্মরত। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করেন। একসময় সুন্দরবনে পোস্টেড ছিলেন। অগাস্ট ২০১৯ এ সুন্দরবন হাজী দেশারত কলেজ, পাঠানখালীতে নারী পাচার রোধে রাজ্যস্তরের সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য পুলিশের নারী পাচার রোধ কর্মসূচিতে জড়িত।

শিকে ছিঁড়ল আদিগঙ্গার

শক্তি ধর

প্রাচীন পৌরাণিক আদিগঙ্গা থেকে টলি সাহেবের টালি'স নালা হয়ে বর্তমান শহরের ক্লেদবাহী নর্দমা। গঙ্গার যে ধারাটি খিদিরপুর-দইঘাট দিয়ে গড়িয়া, বারুইপুর, মগরা হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছিল সে বিবর্তনের রেখচিত্রটি ধারণ করে আজও বেঁচে রয়েছে তিলত্তমার বুকে। এই জলপথের দুধারে রচিত হয়েছে অসংখ্য গ্রামগঞ্জ, হাট-বাজার, সভ্যতার ইতিহাস। এই

পথেই পাড়ি দিয়েছেন মনসামঙ্গল খ্যাত চাঁদ সওদাগর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। এই জলধারাটির পাড়েই কালীঘাটের সতীপীঠে অবস্থান করছেন কলকাত্তাওয়ালি দক্ষিণাকালী। সওদাগরি প্রাচীন ধারাটি যখন মজে গিয়েছিল ১৭৭২ সালে তার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন উইলিয়াম টলি সাহেব। আদিগঙ্গার নতুন নাম হয়েছিল টালি নালা। কিন্তু সেই কেজো ক্যানাল অকেজো পুঁতিগন্ধময় নর্দমায় পরিণত হল আমাদের সভ্য (আসলে অসভ্য) সমাজের অদূরদর্শিতায়। মনে পড়ে কালীঘাটের বাসিন্দা প্রয়াত রেবতীরঞ্জন বাবুর কথা। টালিনালাকে আদিগঙ্গার পরিচয় ফিরিয়ে দিতে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন ভদ্রলোক। আদালত পর্যন্ত ছুটে আদায় করেছিলেন স্বীকৃতি। তার কিয়দংশও যদি আমরা করতাম তাহলে পৌরাণিক ঐতিহ্যমণ্ডিত আদিগঙ্গাকে এভাবে বেঁচে থাকতে হতো না। সে সব তো করিইনি, তার বদলে আমরা আদিগঙ্গার বুকে গেঁথে দিয়েছি একের পর এক মেট্রো রেলের খুঁটি। আজ সভ্যতার পাথর বুকে নিয়ে কোনরকমে বেঁচে রয়েছে টলি সাহেবের রক্তাক্ত জলধারা। বিস্তৃতি আর কলেবর হারিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্যে অপেক্ষা করছে কবে জ্ঞান ফিরবে আমাদের। এ নিয়ে বহু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে আলিপুর বার্তায়, আদালতের গ্রিন বেঞ্চ একের পর এক নির্দেশ দিয়েছে আদি গঙ্গার স্বাস্থ্য ফেরাবার কিন্তু কিছুই হয়নি। আশা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে বোধহয় শিকে ছিঁড়ল আদিগঙ্গার। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে আদিগঙ্গার দূষণ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা গৃহীত হল। টলি নালা প্রকল্পে ২৬.১ এম. এল. ডি. ধারণ ক্ষমতাযুক্ত নর্দমা নিকাশি শোধনাগারের নকশা ও নির্মাণ কাজ এবং ১৯ টি পাম্পিং স্টেশনের সংস্কার সাধন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জনতার দরবারে সভাধিপতি

কুনাল মালিক

ঔষধের প্রেসক্রিপশন হাতে মোহনপুর থেকে এক মহিলা হাজির হয়েছেন সভাধিপতি সামিমা সেখের কাছে। ওই মহিলা সভাধিপতিকে জানালেন তাঁর ঔষধ কেনার অর্থ নেই, যদি কিছু সাহায্য করেন। সহাস্যে জেলা সভাধিপতি তাঁর সমস্যার কথা শুনলেন। জায়গা জমির সমস্যা নিয়ে একটি পরিবার এসেছেন সভাধিপতির কাছে।

কারোর মেয়ের বিয়ের খরচ, কারোর পড়াশোনার খরচ- মোট কথা হল নানা সমস্যায় জর্জরিত মানুষ এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখের কাছে আসছেন। আমতলায় বারুইপুর রোডে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর দফতরে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা-৫টা পর্যন্ত জনতার দরবারে হাজির থাকছেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ।

সামিমা সেখ জানালেন, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী আমাকে তাঁর দফতরে বসতে বলেছেন। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে মানুষজন আসছেন চেষ্টা করছি তাঁদের সমস্যার সমাধান করবার। তিনি জানালেন, আমরা রাজনৈতিক রঙ দেখি না। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি নির্বিশেষে যে কেউ সমস্যায় পড়লে আমার কাছে আসতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের রাজ্যের মানুষদের যা পরিষেবা দিয়েছেন- সেটাই আমাদের অনুপ্রেরণা। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীও আমাদের লোকসভা কেন্দ্রকে সব দিক দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। রাস্তা, ঘাট, পানীয় জল, পরিবহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই জেলা জুড়ে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত প্রকল্প করেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাম আমলে যে অবস্থায় ছিল, এখন তার পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে। সাগর-সুন্দরবন-নামখানাসহ ২৯টি ব্লকেই এখন উন্নয়নের জোয়ার। আগামী দিনে আরও নতুন নতুন পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ভোটের রাজনীতি ভেবে আমরা কোনও কাজ করিনা, সারা বছর আমরা মানুষের পাশে থাকতে চাই। প্রসঙ্গত ২০০৮ সালে বাম আমলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ তৃণমূল কংগ্রেস দখল করে। সেই থেকে টানা তিনবার জেলার সভাধিপতি পদে বহাল আছেন সামিমা সেখ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর আশীর্বাদের হাত তাঁর মাথায় আছে। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, আবারও নির্বাচনে দাঁড়াবেন? সহাস্যে সামিমা সেখ উত্তর দেন, দল যদি মনে করে, তাহলে দাঁড়াব।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 19, 5 March - 11 March 2022

যুদ্ধের আবহেও ভিত গড়ার লক্ষ্যে বাজার

পার্থসারথি গুহ

ভারতীয় ফান্ডগুলির সাবালক হয়ে ওঠা দেশের অর্থবাজারের বড় প্রাপ্তি। বিশেষ করে গত ২ বছর ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ব্যাপক উত্থানের পিছনে সবথেকে বড় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে ডোমেস্টিক ফান্ড বা এলআইসির মতো অগ্রনী সংস্থাকে। তাও বিদেশি লগ্নিকারীদের আস্থা ছাড়া এই বৃদ্ধি ধরে রাখা যেত না বলে অভিমত শেয়ার বিশেষজ্ঞদের। চিনের খারাপ অবস্থা ছাড়াও দেশে স্থায়ী সরকারের অবস্থান, আর্থিক উদারিকরণের পথে কেন্দ্রীয় সরকারের সচেষ্ট থাকা সবকিছুই অনুঘটকের কাজ করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যতই চাপানাউতোর থাকুক না কেন, একে লগ্নিকারীরা যে ভালচোখে দেখছেন তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বস্তুত এতকিছুর যোগফল ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ক্রমোত্থান। যা আগামী ২–৩ বছর জারি থাকার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সূচক জোর নিফটি ও সেনসেক্সের যথাক্রমে ২৬ হাজার ও ৮০ হাজার হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। এর চেয়ে বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। যুদ্ধের মহলে অবস্থা কিছুদিন একটা ডামাডোল চলছে। ঝপাঝপ প্রথম ৪–৫ জন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেলে একটা টিমের যেমন ল্যাজেগোবরে হাল হয় সাম্প্রতিক পতনে এই অবস্থাই হয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারের। নিফটি ও সেনসেক্স দুমরে মুচড়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এরকম খারাপ পরিস্থিতিতে যে কোনও টিমের প্রয়োজন হয় একটা ভালো জুটি গড়ে ওঠার। যার ওপর ভর করে ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে ইনিংস। বস্তুত, এই জুটি বাঁধার কাজটাই এতদিন চলছিল সন্তর্পণে। যার ভরপুর প্রকাশ ঘটবে যুদ্ধের রেশ মিটলে। এমনটাই অভিমত বাজার বিশেষজ্ঞদের। এই বাজারে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একটা প্রতিরোধ কিন্তু আসছে এই ১৬–সাড়ে ১৬ হাজারের জায়গা থেকে। নিফটি আপাতত যেন দৃঢ় ভাষায় বুঝিয়ে দিতে চাইছে সে আর বেশি নিচে যাবে না। তা বলে এমন ভাবার

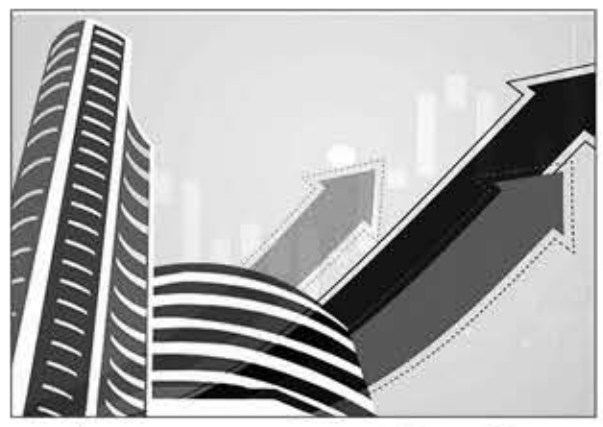

কারণ নেই যে সব একেবারে আমূল পালটে গিয়েছে, বাজার এবার তা থই তা থই করে নাচবে তা কিন্তু নয় মোটেই।

বড়সড় কোনও বিপদ এসে এখনই হানা দেবে না। এখন প্রশ্ন উঠছে শেয়ার বাজার সম্পর্কে অন্ধকারটা কি পুরোপুরি কেটেছে বাঙালির মন থেকে। এই কথাটা সেজন্যই উঠছে সময়ের সঙ্গে যুগের সাথে তাল মেলালেও এখনও অর্থবাজার নিয়ে অনেকটাই অন্ধকারে গড়পরতা বাঙালি। শেয়ার বাজার কী, খায় না মাথায় মাখে সেটাই তো পরিস্কার নয়। অনেকে তো বেমালুম একে জুয়ার আড়ত বলে আখ্যা দিয়ে দেন। অদ্ভুত এক প্রশান্তি লাভ করেন শেয়ার বাজার নিয়ে চারটি গাঁজাখুরি তথ্য তুলে ধরে। যারা শেয়ার বাজারকে নিয়ে এত কটুক্তি করেন তারাই আবার চিটফান্ডে টাকা রেখে ফেঁসে গিয়েছেন এমন উদাহরণও কিন্তু ভুরি ভুরি। তারা একবারও ভেবে দেখেন না শেয়ার বাজার কিন্তু ভারত সরকার অনুমোদিত। হয়তো সেখানে অনেক আজে বাজে কোম্পানির শেয়ার ফাঁকতালে গছিয়ে গিয়েছে সেখানে। কিন্তু, পাশাপাশি প্রচুর সংস্থা রয়েছে যারা চুটিয়ে মাথা উচু করে ব্যবসা করে চলেছে। বছরের পর বছর একেকটা ত্রৈমাসিকের দুর্দান্ত পারফরমেন্স, ভাল ব্যবসা ধরে রাখা, ঠিকঠাক অর্ডার পাওয়া ইত্যাদি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এরা শেয়ার বাজারে আইকন হয়ে উঠেছে। পোশাকি ভাষায় এদের বলা হয় ব্লু চিপ শেয়ার। এদের কাজের দক্ষতার নিরিখেই এরা অভিজাত হয়ে উঠেছে শেয়ার বাজারে। সেজন্যই শেয়ার বাজারে পা রাখা ইস্তক বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ধারাবাহিকতায় সেরা এইসব ব্লু চিপ শেয়ার কিনতে। ইনফোসিস, টিসিএস, আইটিসি, এইচডিএফসি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, টাটা স্টিল, হিন্দুস্থান উইনিলিভার, ডাবর প্রভৃতি বেশ কিছু নাম আছে যাদের শেয়ার কিনলে আপনি চোখ বুজে থাকতে পারেন। অনেকটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো ব্যাপার আর কি। বলাবাহুল্য, ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়ে লাভের পরিমাণও এখানে অনেকটা বেশি। তাও বিশেষজ্ঞরা এও বলে থাকেন, বাজারে যে অংশের টাকা লগ্নি করবেন তার পুরোটাই শেয়ার বাজারে না খাটিয়ে এর অন্তত ২৫–৩০ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করা। বাকিটা অবশ্যই ফিক্সড ডিপোজিট ও অন্যান্য খাতে লগ্নি করা উচিত। শেয়ার বাজারের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই এই কথা বলা। তবে বয়স কম হলে ঝুকি নেওয়ার ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যায়। মোটের ওপর শেয়ার বাজারে যদি সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগনো যায় তাহলে এখান থেকে জীবনের অনেক সাধ আহ্লাদ মেটানো সম্ভব। আয়ের একটা অংশ যদি মাসে মাসে অল্প অল্প করে শেয়ারে লগ্নি করা যায় তাহলেও সুন্দর ভবিষ্যত গড়া সম্ভব। সেজন্য এখন থেকেই তাই শেয়ার বাজারে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এগতে হবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে খুবই ভাল। আর শেয়ার বাজারে কাজ করতে হলে এই মুহূর্তে জরুরি যেটা সেটা হল একটা ভাল জায়গায় ডিম্যাট ও ট্রেডিং আকাউন্ট খুলে ফেলা। আর আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ করা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ মার্চ – ১১ মার্চ ২০২২

মেষ রাশি : চাকরীতে উন্নতি ও বেকারদের চাকরী পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবে। তবে চাকরী বা ব্যবসা ক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রথমে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হবে। আয়ভাব খুবই শুভ। উচ্চশিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। গবেষণা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে উন্নতি। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : দই ও মধুদান করুন।

বৃষ রাশি : আপনার সৌন্দর্য্যপ্রীতি ও প্রতিভার বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসার প্রসারতার ক্ষেত্রে বাধা এলেও চাকরীক্ষেত্রে সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে খুবই শুভ। আপনার প্রাপ্তিযোগ রয়েছে। দাম্পত্য কলহ থাকবে। আয়ভাব শুভ। তবে রাস্তাঘাট সাবধানে পারাপার হবেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : ফিটকিরি দিয়ে দাঁত পরিস্কার করুন।

মিথুন রাশি : চাকরীক্ষেত্রে বাধা এলেও ব্যবসার ক্ষেত্রে তুলনামূলক শুভ ফল পাবে। সাহিত্যে, প্রকাশনায় আপনার প্রতিভার বিকাশের সম্ভাবনা এবং পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : চাকরীতে উন্নতিতে বাধা এবং ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। হঠাৎ ফাটকা অর্থ পেতে পারেন। তবে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

প্রতিকার : হর–পার্বতীর পূজো করুন।

সিংহ রাশি : পারিবারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রচেষ্টা। সন্তান থেকে সুখ পাবে। চাকরীতে উন্নতি। বেকারদের চাকরী পাওয়ার সম্ভাবনা। তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে বেশি শুভ ফল পাবে। ডাক্তারী, প্যারা–মেডিকেল কর্মী, সরকারী চাকরীজীবীদের শুভ সময়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করতে হবে। নার্ভের প্রবলেম, সুগার প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রতিকার : 'ওঁ ভাস্করায় নমঃ' পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : চাকরীক্ষেত্রে শুভ ফল পেলেও ব্যবসার ক্ষেত্রে অধিক সুফল প্রদান করবে। ব্যবসায় অগ্রগতি হবে। উচ্চশিক্ষা বা গবেষণার ক্ষেত্রে বাধা আসবে। সন্তানকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। রোগের বৃদ্ধি হবে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার বিষয়।

প্রতিকার : ''ওঁ নমো নারায়ণ''র ৪১ বার জপ করুন।

তুলা রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। আয়ভাব খুবই শুভ। পারিবারিক কিছু গোলযোগ থাকলেও তা মিটিয়ে নেওয়াই শ্রেয়। সন্তানের সুখে সুখী। চাকরীক্ষেত্রে শুভ কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু বাধা থাকবে। ফাটকা অর্থ পেতে পারেন। দূর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : ''ওঁ ভার্গবায় নমঃ'' ২৪ বার জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক চিন্তা কিছুটা বাড়বে। চাকরীতে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য আসবে। বিবাহিতদের দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি পাবে। চাকরী ও ব্যবসাক্ষেত্রে খুব শুভ ফল পাওয়া যাবে না। স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : পারিবারিক কোনো শুভ অনুষ্ঠানে যাওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বা বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি বৃদ্ধি পাবে। সন্তানকে নিয়ে চিন্তা। চাকরী নিয়ে চিন্তা থাকবে কিন্তু ব্যবসার প্রসারতার ক্ষেত্রে তুলনামূলক শুভ ফল প্রদান করবে। আয়ভাব খুব শুভ নয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় শুভ ফল পাবে, বিদেশযাত্রা করার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিকার : 'ওঁ পুরবে নমঃ' ২১ বার জপ করুন।

মকর রাশি : মানসিক চিন্তা থাকলেও তা কাটিয়ে উঠবে। সন্তানের উন্নতি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত থাকবেন। চাকরী ও ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। আয়ভাব খুব শুভ নয়। কর্মোন্নতিতে বাধা আসবে।

প্রতিকার : শনিবার তেলের প্রদীপ জ্বালান।

কুম্ভ রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও শুভ। তবে চাকরীক্ষেত্রেও শুভ বলা যায়। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। পারিবারিক দিক থেকে কোনো মতান্তর হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো বিবাদে না জড়ানোই ভালো। কর্মোন্নতিতে বাধা আসবে। আয়ভাব খুব শুভ নয়।

প্রতিকার : ভিক্ষুকদের দই–চাল দান করুন শনিবার।

মীন রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। ভাই বা বোনের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা এড়িয়ে চলুন। পরিবারকে নিয়ে মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার বিষয়। চাকরীতে উন্নতি। বেকারদের চাকরী পাওয়ার সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। বহুজাতিক কোম্পানীতে চাকরী পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ভগবান শিবের লিঙ্গস্তকম মন্ত্র জপ করুন।

পাঠকের কলমে

জল যন্ত্রণায় দুর্ভোগ

আমরা হাওড়ার বাসিন্দা। আমরা স্কুল পড়ুয়া দশম একাদশ শ্রেণির ছাত্রবৃন্দ আলিপুর বার্তা পত্রিকা আমরা পড়ি এবং খুব ভালো লাগে। আমাদের পঞ্চাননতলা রোড–এর কদমতলা বাজাড় পর্যন্ত, বেলিলিয়াস লেন, রামরাজা তলার রামমন্দির হইতে রামরাজাতলার রামমন্দির হইতে রামরাজাতলা স্টেশন পর্যন্ত সমস্ত রামচরণ শেঠ রোড, টিকিয়াপাড়া বাইপাস এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় বর্ষায় সামান্য ১৫ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত মাঝারি থেকে সমস্ত রোড এবং লেন হাঁটু থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত জল জমে যায়। এতে আমাদের চরম দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়, এই সমস্যা হাওড়ার দীর্ঘদিনের নিকাশি ব্যবস্থা এতই খারাপ, বৃষ্টি থেমে গেলেও রাস্তা জলমুক্ত হতে সময় লাগে ৫ থেকে ১০ ঘন্টা। দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টি হলে কী অবস্থা এবং কী দুর্ভোগ তা হাওড়ার এই সমস্ত অঞ্চলের বাসিন্দারাই জানেন। আলিপুর বার্তার পাঠকের কলমে আমাদের সমস্যার এবং দুর্ভোগের কথা জানাতে পেরে খুবই স্বস্তি প্রকাশ করলাম। এখন আমাদের প্রতিবেশি পড়িয়া সরকার কী ব্যবস্থা পায় ওটার দেখায় বিষয়।

হাওড়ার পঞ্চতলা, কদমতলা, রাজরাজাতলা, ছাত্রছাত্রী বৃন্দ।

রাস্তা বন্ধের জন্য বাস যাত্রীরা নাজেহাল

দমদম রোডের বাগজোলা খালের উপর ভাঙা সেতু ঢিমে তালে মেরামতির জন্য গত ২ বছর যাবৎ চিড়িয়ামোড় থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত সমস্ত রুটের বাস , গাড়ি প্রভৃতি সম্পূর্ণ বন্ধ করে বাসযাত্রীদের প্রতিদিন গন্তব্য স্থানে যেতে প্রচণ্ডভাবে 'নাকাল' হতে হচ্ছে। একমাত্র অটো দমদম স্টেশন থেকে নাগের বাজার অবধি যাচ্ছে। তাও অসংখ্য যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ সময় লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। এতে যাত্রীদের আধ ঘন্টার জায়গায় একঘন্টা সময়ের অপচয় হচ্ছে। কিছু বাস আবার পাইকপাড়া দিয়ে যশোর রোড ধরে অনেক দেরি করে 'জ্যামে' পড়ে যাতায়াত করছে। 'প্রশাসন কোনও নির্দিষ্ট কারণ জানাচ্ছে না।' তাই কলকাতার মেয়রের কাছে আমাদের অনুরোধ যত শীঘ্র সম্ভব এই কঠিন সমস্যার আশু সমাধান করে দেবেন। যাতে যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে কম সময়ের মধ্যে বাসে যাতায়াত করতে পারেন। এটাই আমার একমাত্র আবেদন।

বীরুরঞ্জন রায়, সিঁথি

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

'পর্বতমালা' পাহাড় ভ্রমণকে আরও সহজ করে তুলবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাহাড়ে আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পর্বতমালা প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর–পূর্ব রাজ্যগুলির জন্য রোপওয়ে এবং অন্যান্য পরিবহন বিকল্প তৈরি করা হবে। পিপিপি মোডে ন্যাশনাল রোপওয়ে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' এবং পর্বতমালা' স্কিম চালু হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ঘনবসতিপূর্ণ পাহাড়ি শহুরে এলাকাগুলিও আসবে।এর মাধ্যমে ভ্রমণকারীদের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে পর্যটন বিকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ি সড়কের স্থায়ী বিকল্প হিসাবে এটি চালু করা হবে।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ওপর বিশেষ নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা মহামারির সময়ে মানসিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাজেটে জাতীয় টেলি মানসিক 'স্বাস্থ্য কর্মসূচি'ঘোষণা করা হয়েছে। এই বাজেট গবেষণার প্রসার ও সাধারণ মানুষের মানসম্মত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে প্রমাণিত হবে। শতাব্দীর সবচেয়ে প্রাণঘাতী মহামারীর মধ্যে এবার বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে অনেক উদ্যোগ ঘোষণা করা হয়েছে। ৮৬,২০০কোটি টাকা এবারের স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। এটি আগের বছরের তুলনায় ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩০৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আয়ুষ মন্ত্রকের জন্য। গত অর্থ বছরের তুলনায় এটি ২.৬৯% বেশি। আমরা ছোটবেলা থেকে একটা কথা শুনি, এবং তা হল স্বাস্থ্যই সম্পদ'। কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম হল সেই স্বাস্থ্য ক্ষেত্র। এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার গত বছর স্বাস্থ্য বাজেটে ১৩৭% বৃদ্ধি করেছিল, এবং স্বাস্থ্য খাতের পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছিল। সংস্কারের এই

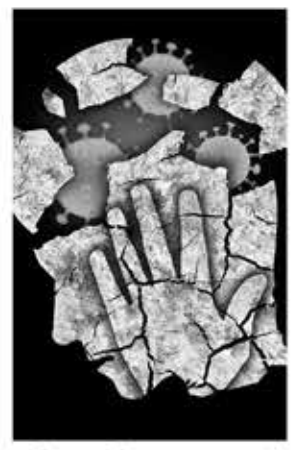

প্রক্রিয়া চলতি বছরের বাজেটেও অব্যাহত ছিল। কোভিড অতিমারি চলাকালীন সময়ে মানসিক অসুস্থতার ঘটনা বেড়েছে। সেই জন্য এ বছর 'জাতীয় টেলি মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি' ঘোষণা করা হয়েছে। তার সঙ্গে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য অবকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রযুক্তির উপরেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কাউন্সেলিং COUNSELING FOR MENTAL HEALTH মানসম্পন্ন মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং এবং যত্ন পরিষেবাগুলির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্যকেন্দ্রীয় বাজেটে 'জাতীয় টেলি মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি'রঘোষণা করা হয়েছে।

এর মধ্যে ২৩টি টেলি মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেখানে ব্যাঙ্গালোরের নিমহান্সনোডাল কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে। এর জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, ব্যাঙ্গালোর' (আইআইআইটিবি)।আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন AYUSHMAN BHARAT DIGITAL MISSION সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণ করে জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য একটি উন্মুক্ত মঞ্চ চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এতে স্বাস্থ্যকর্মীদের ডিজিটাল নিবন্ধন এবং স্বতন্ত্র পরিচয় ব্যবস্থার সঙ্গে স্ব–সেবাসুবিধা উপলব্ধ থাকবে। এটি সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এবং বয়স্কদের বিশেষ স্বস্তি দেবে। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সুবিধাও পাওয়া যাবে।

ভারতে মধ্য এশিয়া সচিবালয় তৈরি হবে নয়াদিল্লিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতি দুই বছর অন্তর শীর্ষ সম্মেলন করতে সম্মত হন। শীর্ষ বৈঠকের পরিকল্পনা করতে তাঁরা বিদেশ মন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, সংস্কৃতিমন্ত্রী এবং নিরাপত্তা পরিষদের সচিবদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠকে সম্মত হন। নতুন ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে নতুন দিল্লিতে ভারত মধ্যএশিয়া সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। শীর্ষ সম্মেলনে বাণিজ্য ও সংযোগ, উন্নয়ন সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, বিশেষ করেসাংস্কৃতিক ক্ষেত্র এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, ভবিষ্যতের সহযোগিতার মতো একাধিক বিষয়ের উপর সুদূরপ্রসারী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শক্তি ও সংযোগ সংক্রান্ত গোলটেবিল বৈঠক; আফগানিস্তান এবং চাবাহার বন্দরের ব্যবহার সম্পর্কিত সিনিয়র অফিসিয়াল লেভেল জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ; মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রদর্শনী এবং সাধারণ শর্তাবলীর ভারত মধ্য এশিয়া অভিধান; সন্ত্রাসবিরোধী যৌথ মহড়া; মধ্য এশিয়ার দেশগুলি থেকে ভারতে আগত ১০০ সদস্যের যুব প্রতিনিধি দলের বার্ষিক সফর; এবং মধ্য এশিয়ার কূটনীতিকদের জন্য বিশেষ কোর্স।

ড্রোনের আলোয় মনোমুগ্ধকর বিটিং রিট্রিট

নিজস্ব প্রতিনিধি : আত্মনির্ভরশীল ভারতের শক্তি প্রদর্শন করে, এই বছর 'বিটিং দ্য রিট্রিট'অনুষ্ঠানে এক হাজারটি দেশীয় ড্রোনের আলোয় আলোকিত হয়েছিল বিজয় চকের আকাশ। স্বাধীনতার ৭৫ বছর স্মরণে অমৃত মহোৎসব উদযাপনের অংশ হিসাবে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল। ড্রোনের মাধ্যমে স্বাধীনতার বিভিন্ন প্রতীক শুধু দর্শকদেরই মোহিত করেনি, বরং এটি অমৃত কালের ভারতের যাত্রার নব সূচনা করেছিল।

'মেক ইন ইন্ডিয়া'উদ্যোগের অধীনে এটির ধারণা, পরিকল্পনা, প্রযোজনা এবং নৃত্যবিন্যাস করা হয়েছিল। দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় স্টার্টআপ 'বটল্যাব ডায়নামিক্স' ড্রোন প্রদর্শনের আয়োজন করেছিল।

শব্দবার্তা ১৮৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। রাজা, পিতা ৪। আগুনে সেঁকা পাউরুটি বা সেঁকা পাউরুটির খণ্ড ৫। পরিবর্তন ৬। রবীন্দ্রগল্প ৮। প্রচুর সংখ্যায় ১১। পদ্মের মতো চোখ বিশিষ্ট ১২। পালংক ১৩ মুছতে লাগে।

উপর–নীচ

১। কিংবদন্তি ২। উত্তরাখণ্ডের বিখ্যাত নদী ৩। আকার, মধ্যে সাহেব বালক ৪। চতুষ্পাঠী ৭। হিন্দুদের এক পদবি ৯। লিখন ও পঠন ১০। অক্ষরযুক্ত ১১। মরুজাহাজ।

সমাধান : ১৮৮

পাশাপাশি : ১। নিরঙ্কুশ ৪। বড়মানুষি ৫। পমেটম ৭। আপতিত ৯। গন্ধমূষিক ১০। রণজি।

উপর–নীচ : ১। নিষ্প্রদীপ ২। শবনম ৩। অনুপস্থিতি ৬। মেলবন্ধন ৭। আযকর ৮। তত্ত্বাব

যাত্রী সাধারণের স্বার্থে রেল

দফতরকে চিঠি দিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ও সিংহ দুয়ার নামে খ্যাত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশন। দক্ষিণ শাখার একমাত্র ক্যানিং–তালদি ষ্টেশনের দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। সাধারণ যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে মমতা ব্যানার্জী রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তালদি–ক্যানিং ষ্টেশনের মধ্যবর্তী চাঁদখালিতে একটি হল্ট ষ্টেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুন্দরবনের মানুষের জন্য আরো একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মাতলা নদীর উপর রেলসেতু তৈরি এবং ঝড়খালি পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ করা। দুটি কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ হলেও দীর্ঘদিন থমকে রয়েছে মাতলা নদীর উপর রেলসেতুর কাজ। এলাকার সাধারণ মানুষের দাবি ক্যানিং–তালদি'র মধ্যবর্তী চাঁদখালি হল্ট ষ্টেশন হলেও চালু হয়নি। ষ্টেশন চালু না হওয়ায় পরিত্যক্ত ষ্টেশনে চলছে অসামাজিক কাজকর্ম। এমন কি মাতলা নদীর উপর অর্ধসমাপ্ত রেলসেতুর সন্নিকটেও প্রতি অসামাজিক কাজকর্ম হচ্ছে। বাড়ছে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য।

তাদের আরো দাবি চাঁদখালি হল্ট ষ্টেশনটি চালু হলে প্রতিদিনই হাজার হাজার যাত্রীরা উপকৃত হবেন। এছাড়াও মাতলা নদীর উপর রেলসেতুর কাজ সমাপ্ত হয়ে ঝড়খালি পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ হলে কয়েক লক্ষ সুন্দরবনবাসী উপকৃত হবে।

পাশাপাশি উপকৃত হবেন সুন্দরবন ভ্রমণে আসা দেশ বিদেশের ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা। সাথে সাথে সুন্দরবনের আর্থসামাজিক ও ব্যাপক ভাবে পরিবর্তন ঘটবে।

সেই সমস্ত অসম্পূর্ণ কাজ যাতে করে সম্পূর্ণ হয় এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হন তার জন্য সরাসরি পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম শৈলেন্দ্র প্রতাপ সিং এর সাথে দেখা করেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। দেখা করে আলোচনার পাশাপাশি যাতে করে অসম্পূর্ণ কাজ তাড়াতাড়ি সমাপ্ত হয় এবং সাধারণ যাত্রীরা উপকৃত হয় তার প্রতিকার চেয়ে ডিআরএম এর হাতে লিখিত আবেদন করেন বিধায়ক। বিধায়ক জানিয়েছেন 'যাত্রী সাধারণ এবং সুন্দরবন বাসীদের সুবিধার জন্য ডিআরএম এর সাথে কথা বলে তাঁর হাতে চিঠি তুলে দিয়েছি। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন চিঠিটি রেল মন্ত্রালয়ে পাঠাবেন এবং যাত্রী সাধারণের কথা তুলে ধরে অর্ধসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কে জানাবেন। বিধায়ক আরো জানিয়েছেন, প্রয়োজনে আগামীদিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেলমন্ত্রীর সাথে কথা বলে সুন্দরবনবাসীর অভাব অভিযোগ সমাধানের জন্য তুলে ধরবেন।' যদিও সুন্দরবনবাসী চাতকের মতো অধীর আগ্রহে তাকিয়ে কবে চালু হবে চাঁদখালি হল্ট স্টেশন এবং মাতলা রেল সেতুর কাজ কবেই বা সমাপ্ত হয়ে ঝড়খালি পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ হবে সেই অপেক্ষায়।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিপন্ন প্রজাতির পাখি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের পাখি-চর্চার ইতিহাসে এবার নতুন অবদান রাখলো সুন্দরবনের লোথিয়ান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। সপ্তাহ কয়েক আগে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ থেকে পাঁচটি বিপন্ন প্রজাতির নর্ডম্যান'স গ্রিন শ্যাঙ্কের সন্ধান পেয়েছেন জেলা বন আধিকারিক মিলন

মন্ডল। তার মধ্যে তিনটিকে ক্যামেরাবন্দিও করেছেন। এই প্রথম বার পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেল এই বিপন্ন প্রজাতিটিকে। রাশিয়ার পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল থেকে শীতের পরিযায়ী হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় আসে এই নর্ডম্যান'স গ্রিন শ্যাঙ্কেরা। প্রায় প্রতি বছর শীতেই বাংলাদেশের কক্সবাজার সন্নিহিত উপকূল এলাকায় দেখা মেলে এদের কয়েকটিকে। কিন্তু ভারতে এদের দেখা প্রায় মেলেনি। পাখি বিশারদদের মতে, ২০২০ সালে মহারাষ্ট্রে দু'টি পাখি ক্যামেরাবন্দি করা হয়ে ছিল। তার আগে ভারতে এদের সচিত্র উপস্থিতি নথিবদ্ধ হয়নি। তবে ব্রিটিশ পক্ষীবিদ ফ্রাঙ্ক ফিন তাঁর ১৯০৬ সালে লেখা হাউ টু নো ইন্ডিয়ান ওয়েডার্স' বইয়ে কলকাতার পাখির বাজারে এদের একটিকে বিক্রি হতে দেখেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কখনওই মুক্ত প্রকৃতিতে সন্ধান মেলেনি নর্ডম্যান'স গ্রিন শ্যাঙ্কের।শুধু বিরল এই প্রজাতিটি নয়, সামগ্রিক ভাবে গত দু'বছরে সুন্দরবনের লোথিয়ান দ্বীপ এবং এর লাগোয়া ভগবতপুরের চরে স্থানীয় এবং পরিযায়ী জলের পাখির সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। বন দফতরের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং এই ধরনের সুরক্ষা কর্মসূচি এই এলাকাকে পরিযায়ী অতিথিদের নিরাপদ গন্তব্যস্থল করে তুলেছে বলে মনে করেন পাখি পর্যবেক্ষকেরা।বন দফতর সূত্রে জানা গেল, চলতি বছরের শীতে লোথিয়ান এবং ভগবতপুরে বিপুল সংখ্যক হাঁস এবং চরের পাখি (ওয়াডার্স)-র সন্ধান মিলেছে। সেই তালিকায় প্রায় ৪০০টি কমন শেলডাক প্রজাতির হাঁসের পাশাপাশি ৭০০-র বেশি হুইমব্রেল, প্রায় ৪০০ ইউরেশিয়ান কারলিউ প্রজাতির ওয়াডার্স-এর উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়েছে। রয়েছে, গ্রেটার স্যান্ড প্লোভার, লেসার স্যান্ড প্লোভার, গ্রে প্লোভার, কমন রেডশ্যাঙ্ক, ডানলিন, টেরেক স্যান্ডপাইপার, লিটল স্টিন্ট, এবং নর্ডম্যান'স গ্রিন শ্যাঙ্কের আত্মীয়' কমন গ্রিন শ্যাঙ্করা। জেলা বন আধিকারিক মিলন মন্ডল এও বলেন,দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী এলাকায় পরিযায়ী পাখিদের বেশ কয়েকটি আবাসক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন তাঁরা। লোথিয়ান, জম্বুদ্বীপ এবং ঠাকুরানের চর রয়েছে সেই তালিকায়। বছর দু'য়েক আগে ভগবতপুরের (লোথিয়ান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য) রেঞ্জ অফিসারের দায়িত্ব নিয়েছেন তন্ময় চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, শীতের গোড়া থেকেই জেলার বঙ্গোপসাগর উপকূল বর্তী বালিখাল এবং সপ্তমুখীর চরগুলিতে পরিযায়ী পাখিদের সুরক্ষার জন্য নিয়মিত টহলদারি করেন বন কর্মীরা। ভগবতপুরের জনবসতি লাগোয়া চরগুলিতে ও চলে নিয়মিত নজরদারি।আর এখানে এই পাখি দের দেখতে পাওয়া সত্যিই খুশির খবর।

রক্তাক্ত যুবককে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস্তার পাশে পড়ে থাকা রক্তাক্ত এক যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলেন মানবিক এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে ক্যানিং থানার অন্তর্গত আমড়াবেড়িয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানাগিয়েছে ঘুটিয়ারী শরীফের মাকালতলা এলাকার বাসিন্দা যুবক ফারিয়াদ সেখ। এদিন সকাল থেকে ক্যানিং এলাকায় কাগজ কুড়ানোর কাজ করছিল সে। আচমকা জনা কয়েকজন যুবক তাকে চোর বলে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় চিৎকার করে কান্নাকাটি করছিল ফারিয়াদ। সাধারণ পথযাত্রীরা কেউই তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি। অগত্যা নিরুপায় হয়ে রাস্তার পাশে ফুটপাথে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল সে।

সেই মুহূর্তে কাগজ কুড়ানো যুবকের এহেন পরিস্থিতি দেখে এগিয়ে আসেন এলাকার সহৃদয় যুবক শুভজিৎ সরদার। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বাইক এ চাপিয়ে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।

গৃহবধূর মুণ্ডহীন দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকালে রেল লাইনের ধারে এক মুন্ডুহীন দেহকে পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ডায়মন্ড হারবার লাইনের মগরাহাট স্টেশনের কাছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, মৃতের নাম রেখা মন্ডল, বয়স তিরিশ। বাড়ি মগরাহাট থানার পূর্ব বেলাড়িয়া বস্তিতে। মৃতের স্বামী প্রবীর মন্ডল জানালেন, সোমবার রাতে আমার পাশেই আমার স্ত্রী ও ছেলে দুজনেই ছিল। মাঝ রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেলে দেখি স্ত্রী নেই। প্রথমে ভেবেছিলাম বাথরুমে গেছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরেও তাঁর কোনো হদিশ না পেয়ে আমরা খোঁজাখুঁজি শুরু করি। থানায় অভিযোগ দায়ের করি। আর তাঁর পরে এদিন সকালে খোঁজ পাই রেললাইনের ধারে দেহটি পড়ে আছে। কীভাবে ঘটলো এই ঘটনা বুঝতে পারছি না। কেউ ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করতে পারে। কারণ, রেললাইনের মৃতদেহ পড়ে থাকার অনেক দূর থেকে রক্তের দাগ আছে। কেউ মেরে রেললাইনে গিয়ে ফেলে আসতে পারে। আমি এর তদন্ত চাই। তবে তিনি তার স্ত্রীর সাথে কারও অবৈধ সম্পর্ক ছিলো বলে জানতেন না। মৃতার বাপের বাড়ি বিষ্ণুপুর থানার জুলপিয়াতে। মৃতার বাপের বাড়ির তরফে অভিযোগ, মৃতার সাথে আগে তাঁর স্বামীর সম্পর্ক খারাপ থাকলেও বর্তমানে তাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। সে সুইসাইড করতে পারে না। তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করে রেললাইনের পাশে ফেলে রেখে আসা হয়েছে। আমরা চাই আসল খুনি সাজা পাক। জিআরপি ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। আর এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

লক্ষ্মী পেঁচা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবার ভোরে একঝাঁক কাকের বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের পিয়ারের মোড় এলাকার বাসিন্দা জাকির মোল্লার। ঘুম চোখে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পায় তার ঘরের বারান্দায় বৃহদাকার একটি লক্ষ্মীপেঁচা গুটিসুটি মেরে কাকের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছে। একঝাঁক কাক এর হাত থেকে পেঁচাটিকে উদ্ধার করেন। পরে গ্রামেরই যুবক সাহাবুদ্দিনের সাথে পরামর্শ করে অক্ষত অবস্থায় পেঁচাটি শনিবার রাতে এলাকার এক নির্জনস্থানে ছেড়ে দেয়। জাকির জানিয়েছে কাক

এর হাত থেকে পেঁচাকে বাঁচিয়ে নির্জন স্থানে ছেড়ে দিয়েছি। সেই মুহূর্তে কাক এর চিৎকারে ঘুম না ভাঙলে পেঁচাকে মেরে ফেলতো কাক এর দল।

রাজপুর-সোনারপুরে বাড়ল ভোট

সুব্রত মন্ডল : প্রত্যাশিতভাবেই রাজপুর সোনারপুর পুরসভা ধরে রাখল তৃণমূল। গতবারের থেকে এবার আরও একটি আসন বেড়েছে শাসকদলের। সিপিএম ও নির্দল ঝুলিতে একটি করে ওয়ার্ড গিয়েছে। তবে কংগ্রেস বিজেপির ঝুলি শূন্য থেকেছে দিনের শেষে। বিধানসভার নিরিখে ভোট শতাংশ অনেকটাই বেড়েছে তৃণমূল এবং সিপিএমের। উল্টোদিকে গেরুয়া শিবিরে প্রাপ্ত ভোট অনেকটাই কমেছে। এর আগে ২০১৫ সালে রাজপুর সোনারপুর পুরসভায় ৩২ টি ভোট পেয়েছিল তৃণমূল। যার মধ্যে দুটি ওয়ার্ডে সিপিএম ও একটিতে নির্দল জিতেছিল। কিন্তু একুশের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআইএম এর পরিবর্তে সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে বিজেপি। সোনারপুর উত্তরে তৃণমূল ভোট

পায় প্রায় ৫০% দ্বিতীয় হয়ে বিজেপির ঝুলিতে আসে ৩৫ শতাংশ ভোট। সোনারপুর দক্ষিণ তৃণমূলে ভোট ছিল ৪৭ শতাংশ সেখানে বিজেপির ছিল ৩৬ শতাংশ ভোট। এক বছরেরও কম সময়ে পুরসভার ভোটে সেই সোনারপুরে তৃণমূল ভোট পেয়েছে ৭২ শতাংশ। গড়ে ২২ থেকে ২৫ শতাংশ ভোট বেড়েছে তৃণমূলের। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপি'র প্রাপ্ত ভোট ৪.২ শতাংশ। মাত্র নয় মাসে বিজেপি ভোট কমেছে প্রায় ২৭ থেকে ২৮ শতাংশ।

সোনারপুর উত্তর বিধানসভার সাংগঠনিক প্রধান ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নজরুল আলি মন্ডল বলেন, ভোটের ফলাফল থেকে পরিষ্কার মানুষ বিজেপিকে পুরোপুরি বর্জন করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষ মেশানো রাজনীতি এ রাজ্যের মানুষ সমর্থন করবেন না। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৩ টি কে জয়লাভ করেছে তৃণমূল। পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে জিতেছেন সিপিএমের অর্চনা মিত্র। তিনি আগেরবারও ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জিতেছেন নির্দল বিক্ষুব্ধ তৃণমূল প্রার্থী শিশির ভট্টাচার্য। ভোটের দিন এই ওয়ার্ডেই ইভিএম ভাঙা নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে ছিল। বিদায়ী চেয়ারম্যান পল্লব দাস, পুরো পারিষদ বিভাগ মুখোপাধ্যায়, নজরুল আলী মন্ডল, নতুন প্রার্থী মোফাজ্জল হোসেন, সকলেই জয়ী হয়েছেন। পুরসভার অন্তরে এবার চেয়ারম্যানের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে নজরুল আলি মন্ডল। তার সঙ্গে পল্লব দাস, মোফাজ্জল হোসেন,ও অন্যতম দাবিদার তবে এই তিনজন ছাড়াও আরো এক কাউন্সিলর শীর্ষ নেতৃত্বের আস্থাভাজন বলে খবর তৃণমূলের অন্দরে।

ক্ষমতার দখল নিল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর একটি বছর পর পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্যে। আর তার আগে বিরোধী দলের হাতে থাকা পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখল নিলো শাসক দল। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে ক্ষমতায় থাকা পঞ্চায়েত শাসক দলের হাতছাড়া হয় গত ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে। ১৫ টি আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ৬ টি, বিজেপি ৫ টি ও নির্দল ৪ টি আসন পায়। বিজেপি ও নির্দল সদস্যরা মিলে সে সময় বোর্ড গঠন

করে। প্রধান হন নির্দল সদস্যা হোসনেয়ারা মোল্লা এবং উপপ্রধান হন নির্দল সদস্যা হোসেয়ারা মোল্লা। কিন্তু দীর্ঘ চার বছর এই পঞ্চায়েতে কোনো উন্নয়ন না হবার অভিযোগ ওঠে বিরোধী তৃণমূলের তরফে। কয়েকদিন আগে দুজন নির্দল সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। আর তার পরেই বর্তমান প্রধান ও উপপ্রধান সহ বোর্ডের উপর অনাস্থা আনে তৃণমূল। আর ওই অনাস্থার ভোটাভুটিতে তৃণমূল ৮-০ তে জয়ী হয়। ভোটাভুটিতে বিজেপি ও নির্দল সদস্যরা অনুপস্থিত থাকে। সোমবার নতুন প্রধান হিসাবে তৃণমূলের বর্ণালী মন্ডল ও উপপ্রধান হিসাবে তৃণমূলের হাসনাবানু গাজী দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে। এদিন পঞ্চায়েত ভবনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,তৃণমূল ব্লক সভাপতি গোপাল নস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোনাজাত খান, শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ, ওয়ায়ুদ মোল্লা সহ আরো অনেকে। প্রধান বর্ণালী মন্ডল বলেন, গত চার বছরে এই এলাকায় কোনো উন্নয়ন করতে চায় নি ওরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন সারা রাজ্যে হলেও এখানে হচ্ছিল না। এখানে উন্নয়নের নামে দুর্নীতি হচ্ছিল। তাই এখন থেকে হাতে থাকা এই এক বছরের মধ্যে আমি যতটা পারবো উন্নয়ন করবো।

নীরব ধিক্কার মিছিল নাগরিকবৃন্দর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৫২ বছরের প্রাচীন পুরসভা সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান জয়নগর মজিলপুর। বহু বিপ্লবী ও মনীষীর জন্মভূমি এই জয়নগর মজিলপুর। মাঝে ৫ টি বছর ছাড়া দীর্ঘ দিন কংগ্রেসের হাতে থাকা এই পুরসভার ভোট ছিলো রবিবার। এদিন সকাল থেকে সুষ্ঠ ভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হবার পর থেকে শান্ত, চেনা পুর শহর অচেনা হতে শুরু করে এলাকার মানুষের কাছে। কয়েক হাজার দুস্কৃতীর তান্ডবে বুথ দখল, বোমাবাজি, মারধরের সাক্ষী হয়ে ওঠে এদিন। আর এই শান্তিপ্রিয় পুরশহরকে অশান্ত করার হাত থেকে বাঁচাতে এবার পথে নামলো

জয়নগর মজিলপুর নাগরিক বৃন্দ। সোমবার বিকালে জয়নগর থানার মোড় থেকে সুস্থ সংস্কৃতির সুপ্রাচীন শহর জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ঐতিহ্যকে তৃণমূল দ্বারা কালিমালিপ্ত করার বিরুদ্ধে নীরব ধিক্কার মিছিলে পা মেলালেন সমাজের মহিলা পুরুষ সহ সকল স্তরের মানুষজন। মুখে কালো কাপড় দিয়ে পোস্টার,ফেস্টুন সহ কয়েক হাজার মানুষ এদিন পুর এলাকার ১৪ টি ওয়ার্ডে এই মিছিল করেন। এই পুর শহরে দুস্কৃতী রাজ বন্ধ না হলে তাদের প্রতিবাদ চলবে বলেও তাঁরা এদিন জানালেন। তবে রবিবারের ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলে ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন জয়নগরের তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।

প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরভোটে তান্ডব, ভোট বানচালের প্রতিবাদে বিজেপির অবরোধ, বিক্ষোভ। রাজপুর-সোনারপুর থেকে শুরু করে জয়নগর-মজিলপুরে পুরভোটে তান্ডবের প্রতিবাদে বারুইপুর সাংগঠনিক বিজেপি জেলার পক্ষ থেকে সোমবার দুপুরে বারুইপুর মহকুমাশাসকের অফিসের সামনে রাস্তা অবরোধে সামিল হয় বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির জেলা অফিস থেকে মিছিল করে বিজেপি কর্মীরা আসে মহকুমাশাসকের অফিসের সামনে। কিন্তু রাস্তাতেই ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেয় জেলার প্রচুর সংখ্যক পুলিশ। ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু সহ পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। পুলিশ মিছিল আটকে দিলে কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধ্বস্তাধস্তি বেঁধে যায়। এই মিছিলে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা শর্বরী মুখোপাধ্যায়, জেলা বিজেপির সভাপতি উত্তম কর সহ অনেকে। পুলিশকে লক্ষ্য করে বিজেপি কর্মীরা শ্লোগান দিতে থাকে। শর্বরীদেবী বলেন, রাজপুর-সোনারপুর, জয়নগরে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। পুলিশ দেখেও নীরব ছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। তাই পুলিশকে ধিক্কার জানিয়ে এই মিছিল, অবরোধ। এদিন মিছিলের পর বক্তব্য চলাকালীন শর্বরী মুখোপাধ্যায় অজ্ঞান হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে ডায়মন্ড হারবার শাখার হোটর স্টেশনে রেল লাইন অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। ঘন্টা খানেকের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ওই শাখায়। জয়নগরের জীবন মন্ডলের হাট সহ একাধিক এলাকায় এদিন বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল করে বিজেপি।

শেষ হল সঞ্চিতা মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম শিশু কিশোর উৎসব ও সঞ্চিতা মেলা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হল। শেষ দিনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, বিডিও নবকুমার দাস, সভাধিপতি সামিম সেখ, সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র প্রমুখ। অশোক দেব বলেন, ৩০

বছর ধরে এই মেলা চলছে এটা একটা গর্বের বিষয়। মেলা কমিটির কর্ণধার স্বপনকুমার রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শেষ দিন ছিল আসামের বিহু নৃত্য এবং এক তারা বাংলা ব্যান্ডের গান। যা সকলকে মুগ্ধ করে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্র পরিবেশিত ও নিরঞ্জন খাঁড়া নির্দেশিত যাত্রাপালা কলির দুর্গা ধরেছে ত্রিশূল সকলের প্রশংসা অর্জন করে। বেশ কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় সকলের মন ছুঁয়ে যায়। এলাকার যাত্রামোদী মানুষের দাবি আগামী বছর আরও সুন্দর যাত্রাপালা চাই। তবে মেলার কর্ণধার স্বপন রায় বলেন, এবার করোনা পরিস্থিতির সঙ্গে যুদ্ধ করে মেলা করতে অনেক প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা আছে। তাই এই মেলাকে বাঁচিয়ে রাখতে সকলের সহযোগিতা চাই।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বাখরাহাট রায়পুর মোড়ে (খাসটিকা) এক মহতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও তৃণমূল নেতা আব্বাস সেখ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ১০০ জন মানুষ এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর, তৃণমূল নেতা চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার, মজনু সেখ, রহিম খান, লায়ন অশোক দাস প্রমুখ। রক্তদানের উদ্যোক্তা আব্বাস সেখ বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যে রক্তের চাহিদা মেটাতে এবং মুমূর্ষু মানুষের প্রাণ বাঁচাতেই এই উদ্যোগ। যারা রক্ত দিয়েছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে আরও সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি গ্রহণ করব।

হুগলিতে পুরভোটে তৃণমূলের জয়জয়কার

১) হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রজিৎ দত্ত, সবার প্রিয় বটাদা ভোট পান ৫,৬০০। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে ৩৬১৮ ভোটে জয় লাভ করেন। তিনি রাজ্যে দ্বিতীয়, এবং জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে নজির সৃষ্টি করেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁকে আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়। ওইদিন ব্যান্ডেলের কোলাজ সম্রাট তপন সাহা টেরাকোটার সুন্দর নিদর্শন ও ফুলের তোড়া তাঁর হাতে দিয়ে সংবর্ধনা দেন। অসংখ্য মানুষ তাদের প্রিয় বটাদাকে ফুলের মালা দিয়ে হৃদয়ের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানায়। ২০১৫তে ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটে জয়ী হয়েছিলেন।

২) চাঁপদানি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ১২ জন প্রার্থী ছিলেন। ভোটার ১১ হাজার। এদের মধ্যে নির্দল প্রার্থী নৌকা প্রতীক চিহ্নে সেলিম কুরোসি ১৩০০ ভোটে জয়ী হন।

৩) ভদ্রেশ্বর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে সোমা সাঁতরা ৫৮৩ ভোটে জয়ী হন। জয়ের পর দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে।

৪) ভদ্রেশ্বর পুরসভার বিদায়ী ১৮ নম্বর ওয়ার্ড চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী জেতার পর শংসাপত্র গ্রহণ করছেন। ২৫০৭১ ভোট পেয়েছেন তিনি।

৫) ভদ্রেশ্বর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকাশ গোস্বামী সার্টিফিকেট নিচ্ছেন। ভোট পেয়েছেন ২৫২১।

৬) ১ নম্বর ওয়ার্ডে বিকাশ দাস তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থী শংসাপত্র গ্রহণ করছেন। ভোট পেয়েছেন ২৬০৭।

৭) ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে দিলীপ কুমার দাস। ১১১৭ ভোট পেয়েছেন।

তথ্য- মলয় সুর। ছবিগুলি তুলেছেন- জিৎ হোড়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ৫ মার্চ –১১ মার্চ, ২০২২

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সুস্থ হোক

স্বাস্থ্য শিক্ষা বাসস্থান আর দুবেলা পেটের ভাত মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর পরিবর্তনের সরকার আসার পর রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। মাঝে মধ্যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও পরিদর্শন করতেন নানা সরকারি হাসপাতালে। তিনি গুরুত্ব দিয়ে এক সময় বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির প্রধানদের নিয়ে বৈঠকেও বসে ছিলেন। লাগাম ছাড়া চিকিৎসা পরিষেবায় রাশ টানতে তিনিও আন্তরিক ভাবেই প্রশাসনিক বৈঠক করেছিলেন।

নানা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, স্বাস্থ্যশ্রীর মতো পরিকল্পনাও সরকার চালু করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে উপচে পড়া রোগীদের ভিড় মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই আগের যুগের কথা। সুপার স্পেশালিটি হসপিটালগুলিতে বহিরঙ্গে চাকচিক্য থাকলেও রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিদের জুলুম ভুক্তভোগীরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন। রাত বিরেতে সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষ সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে 'রেফার' করার প্রচলিত পদ্ধতি শিকার হন। নাম করা সরকারি হাসপাতালগুলিতে নামী ও দক্ষ চিকিৎসক এবং নার্স থাকলেও অন্যান্য পরিষেবা অতি নিম্নমানের বলে সরাসরি অভিযোগ ওঠে। বাস্তব ক্ষেত্রে রোগীর বাড়ির লোকজনকে রোগীর সঙ্গেই একই বিছানায় রাত জাগতে হয় এমন অভিজ্ঞতা বহু মানুষের। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে বেসরকারি পরিষেবা উন্নতমানের। সেক্ষেত্রে আর্থিক চাপে রোগীর পরিবার পরিজন বহু ক্ষেত্রেই সর্বশ্রান্ত হন।

নীলরতন সরকার থেকে পিজি এমনকি শহরের বহু নামীদামি সরকারি হাসপাতালের বেড নেই বলে হাহাকার করা হলে সঠিক জায়গায় অর্থ দিলে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সহজেই পাওয়া যাবে এই অভিজ্ঞতাই বহু রোগী ও তার পরিবার পরিজনের। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীদের যোগসাজগের অভিযোগও ওঠে।

অধিকাংশ চিকিৎসকই তাদের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা দেবার ভাবনা করলেও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বহু ক্ষেত্রেই অমিল। রাজ্য সরকার ওষুধের সহজলোভ্যতার পাশাপাশি বিনামূল্যে চিকিৎসার পরিষেবা দিলেও রোগীদের বিপুল চাপে প্রতিটি সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির পক্ষে সম্ভব নয় বেসরকারী ক্ষেত্রে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার। রাজ্য প্রশাসনের কর্মকর্তারা মাঝে মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ সরকারি হাসপাতাল গুলিতে যদি অনুসন্ধানে যান তাহলে বাস্তব পরিস্থিতি সহজেই অনুমান করতে পারবেন। রোগীর বিছানা, রোগীর হুইল চেয়ার ঠেলে নেবার জন্য বহু ক্ষেত্রে হাসপাতালের তরফ থেকে বাড়ির লোককে ডাকাডাকি করতে হয়। কর্মচারীদের নির্মম উদাসীনতা মুহূর্তে চলে যেতে পারে যদি তাদের হাতে অর্থ গুজে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। এমন ঘটনা পিজিতে আকছার ঘটে। অভিযোগ ওঠে, বাদানুবাদ হয় খুব বেশি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ির সংবাদ প্রকাশ্যে এলে সুপারদের সরে যেতে হয় কিংবা বদলি হতে হয়।

বহু হাসপাতাল রাজ্যে চালু হলেও পরিষেবার তাগিদে শহরমুখী হতে হচ্ছে রোগীদের। এই শূন্যতার সুযোগে রমরম করে বেসরকারী হাসপাতাল আর নার্সিংহোম পরিষেবার দিতে এগিয়ে এলেও তাদের আর্থিক চাহিদা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। প্রতিবেশি বাংলাদেশ থেকে বহু রোগী স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে এ রাজ্যের বহু হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসেন অবশ্যই সেগুলি বেসরকারি হাসপাতাল। বাজেটে স্বাস্থ্য পরিষেবায় যথেষ্ট পরিমানে আর্থিক বরাদ্দ করা হলেও গরিব মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা আদৌ সেভাবে পৌঁছচ্ছে না। মাঝখান থেকে বেড়ে যাচ্ছে অসন্তোষ, ক্ষোভ এবং রোগীর পরিবার পরিজনের চূড়ান্ত হয়রানি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ মাঝে মধ্যে হাসপাতালগুলিতে ঝটিকা সফর কিছুদিনের জন্য হলেও স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে একটু বদলের হাওয়া আসতে পারে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র ষোল

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ।।১৬।।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে আদি কবি ও বিশ্বপালক, হে যম, শুদ্ধ ভক্তদের পরমগতি এবং প্রজাপতিদের সুহৃদ– কৃপা করে আপনার অপ্রাকৃত রশ্মির জ্যোতি অপসারণ করুন যাতে আপনার আনন্দময় রূপ আমি দর্শন করতে পারি। আপনি সনাতন পুরুষোত্তম ভগবান। সূর্য ও সূর্যকিরণের সম্বন্ধের মতো আপনার সাথে আমি সম্বন্ধযুক্ত।

তাৎপর্য

করেন, তাই তিনি জীবাত্মার সর্বক্ষণের সহচর রূপে পরিজ্ঞাত। ভগবানের সর্বব্যাপী রূপ– সুপ্ত, জাগ্রত ও অব্যক্ত সর্ব অবস্থায় যা বর্তমান এবং যা থেকে বদ্ধ ও মুক্ত–আত্মারূপে জীবশক্তির সৃষ্টি হয়– তাকেই ব্রহ্ম বলে। ভগবান যেহেতু পরমাত্মা ও ব্রহ্মের উৎস, তাই তিনি হচ্ছেন সমগ্র জীবকুল ও অস্তিত্বশীল সব কিছুরই উৎস। যিনি এটি জানেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবৎ–সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই রকম শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ভগবানের একজন ভক্ত সর্বান্তঃকরণে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হন এবং যখনই এই প্রকার ভক্ত স্বজাতীয় স্নিগ্ধ ভক্তদের সমাবেশে মিলিত হন, তখন তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার গুণকীর্তন ছাড়া আর কিছু করেন না। যারা শুদ্ধ ভক্ত নয় এবং যারা কেবলমাত্র ভগবানের ব্রহ্ম বা পরমাত্মা

ফেসবুক বার্তা

ম্যাড়া লড়ে খুঁটির জোরে

অমিতাভ সেন

শ্রীভগবান শ্রীগীতা ৭ম অধ্যায়ে বলেছেন : বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্। বঙ্গানুবাদ– আমিই বলবানদিগের কামরাগরহিত বল– অর্থাৎ স্বধর্মানুষ্ঠান সমর্থ সাত্ত্বিক বল। তিনিই যে বলের উৎস তারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণর নরলীলা সংবরণের পর গাণ্ডীবধারী অর্জুন লগুড়ধারী যাদবদের সঙ্গে লড়াইয়ে চূড়ান্ত পরাস্ত হয়। মহাবীর বুঝতে পারেন ক্ষমতা গাণ্ডীব তূণের নয়। ক্ষমতা পরম পুরুষ সখা কৃষ্ণের। আমাদের পাশের দেশের এক আহাম্মোক চেয়ারম্যান বলেছিল– বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। আজ পোল্যাণ্ড এবং আরও কয়েকটি দেশ ইউক্রেনকে অস্ত্র দিতে আগ্রহী। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির গোঙানি থামছে না : ন্যাটোর আড়াই ডজন নেতার সঙ্গে কথা বলেছি, সকলেই রাশিয়ার ভয়ে থরোহরি কাঁপছে, কেউই সাহায্য করতে এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসছে না।

তাহলে তোমার যখন কোনও ক্ষমতাই নেই তবে ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ন্যাটোওয়ালাদের কথায় এতো নাচছিলে কেন? প্রেসিডেন্ট পুতিন তো বহুভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল– কানের পাশে কানাইএর বাসার দরকার নেই। প্রাক্তন সোভিয়েট সদস্য দেশগুলোর আমেরিকার দিকে ঝোঁকার প্রবণতা রাশিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে খতরনাক হয়ে উঠবে। পুতিনের ধারণা সোভিয়েটের অবলুপ্তি আমেরিকার চক্রান্তেই হয়েছে। ২০১৮তে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সে পরিষ্কার বলেছিল– সোভিয়েটকে পূর্ণ মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা তার একমাত্র অভিষ্ট। এই ইচ্ছায় সায় দেওয়া না দেওয়া ইউক্রেনের নিজস্ব রাষ্ট্রচালন পলিসি তথা রাষ্ট্র হিতের প্রসঙ্গ। পুতিনকে চোখ রাঙানোর পাশাপাশি যদি জেলেনস্কি তার সমাজে শৌর্যবীর্য ত্যাগের চর্চা যুবকদের মধ্যে করাতো, তাহলে আজকে ফুঁফিয়ে ককিয়ে কাঁদতে হতো না, বা সিভিলিয়নদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হতো না। এটা শুধু ইউক্রেন নয়, ২য় বিশ্ব যুদ্ধের পর যে সব দেশ আর্থিক উন্নতি করে ভোগবাদে আকৃষ্ট হয়েছে সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এসব দেশে বড়ো বড়ো রাস্তা হয়েছে, গগনচুম্বী মাল্টিস্টোরিড– খানাপিনা– স্বাস্থ্য শিক্ষা কোনও কিছুরই অভাব নেই। অভাব শুধু একটাই– দেশ সমাজ এর জন্য চরম ত্যাগশীল 'মরমিটনে বালে' যুবকবৃন্দের। ৭০ দশকে আমি যখন মিনিষ্ট্রি অফ ডিফেন্স-এ জয়েন করি, লেঃ জেনারেল জেকব সাহেব বললেন ইউরোপ আমেরিকার ছেলেরা তো দোলের গোপাল! ওরা লড়তে জানে নাকি? যুদ্ধ করতে গেলে কষ্টশীল, ধৈর্যশীল হতে হয়। এ দুটোই ওদের নেই। বাতানুকুল ট্যাঙ্ক দাও, মিনর‍্যাল ওয়াটার দাও, দামী ওয়াইন দাও তবে তারা লড়তে যাবে। আর আমাদের ছেলেরা পিঠে দুই পাউন্ড লোফ, এক ফ্লাস্ক চা নিয়ে তিনদিন লড়ে আসবে। ওদের

স্কিলে টেকনোলজি সাপোর্ট বেশি, আমার ছেলেদের মধ্যে মেধা ও সাহসিকতা দুইই আছে।

এই দুর্দম সাহসীকতা কি ইউরোপে কোনদিনই ছিল না? ঠিক সেটা নয়। ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানীর ওপর যে সব স্যাংশনস চাপানো হয়েছিল এক যুবক তা মানেনি। তার নাম এডলফ হিটলার। জাতির মধ্যে আত্মশক্তির সন্ধান দিয়েছিল। বিধ্বস্ত জার্মানি কিছু দিনের মধ্যে সামাজিক, আর্থিক, সামরিক এক দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হলো। বীরভূমের বাউল গান গায়– খেজুর গাছে হাঁড়ি বেঁধে দে, যেন রস চলকে না পড়ে। অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাঁধন বেষ্টন রূপ লিমিটেশন থাকা দরকার। সে সময় জার্মানীর ব্যাঙ্কিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম ছিল পুরোপুরি ইহুদিদের দখলে। হিটলারের ধারণা হয়েছিল এই পুঁজিপতিরা যুদ্ধের সময় সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করেনি (ধারণাটা সম্পূর্ণ অসত্যও নয়)। তাঁর মধ্যে আরেকটা অবসেশন হলো সার্চ ফর এক্সেলেনস। জার্মান জাতির মধ্যে অশেষ গুণের সম্ভাবনা সুপ্ত হয়ে আছে কারণ জার্মান হচ্ছে অরিজিন্যাল আর্য জাতি। এইটাই হিটলারকে বোঝানো যায়নি যে আর্য বলে কোনো জাতি ছিল না। আর্যত্ব গুণবাচক পদ, একটা কনসেপ্ট মাত্র। এটাই যদি বোঝানো যেতো তাহলে ২য় বিশ্বযুদ্ধ হতো না। বোঝানো যায়নি কারণ শক্তিকে সংহত করা, অর্থাৎ খেজুর গাছে হাঁড়ি বাধার ফ্যাকালটিটাই নেই।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে তৃতীয় অধ্যায়ে আছে– গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বলছেন 'আমি যতক্ষণ মধু পান করি ততক্ষণ তুই গর্জন কর...। চণ্ডিকা দেবী তুরীয়া হয়ে প্রথম সংহার মূর্তি ধারণ করেছিলেন। পরে রজো গুণ আবির্ভাব এর আধিক্য হওয়ায় তিনি মহালক্ষ্মী মূর্তি ধারণ করেন। মধুপানের মাধ্যমে মহালক্ষ্মীত্ব প্রাপ্তি সূচিত হয়েছে। (দ্রঃ স্বামী জগদীশ্বর নন্দ)। অর্থাৎ প্রকৃতির অধীন সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণকে সংহত ও চালিত করার যে মনীষা ভারতীয় দর্শন ও সমাজে আছে সেটা অনন্য এবং অতুলনীয়। ভারতীয় জীবনবীক্ষা জানে সেটা। রামচন্দ্র জানতেন জানকী উদ্ধার একা লক্ষ্মণ ভ্রাতাই করতে পারবেন। শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা সীতাদেবীও সেটা জানতেন। সেজন্য পবননন্দন যখন অনুরোধ করেন– মা তুমি আমার মস্তকে শ্রীচরণ স্থাপন করো, আমি তোমাকে প্রভুর সন্নিধানে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। তাতে সমাজে মর্যাদার বিকাশ হবে না– মর্যাদা পুরুষোত্তম এর লীলা পুষ্টি হবে না। অন্যদিকে রাবণ বিজয়ের পর লক্ষ্মণ মহারাজ প্রস্তাব দিয়েছিলেন– লঙ্কাতেই অধিষ্ঠান করার। অগ্রজ রাম ভাইয়ের ভুল সংশোধন করেছিলেন জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। এই মন্ত্রই ভারতের জাতীয় জীবনে মূল শক্তি।

রাষ্ট্র স্বার্থ, রাষ্ট্র হিত আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্বামীজি ভগিনী নিবেদিতাকে ভারতমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। পরাধীন এই দেশের সেবা তিনি অজীবন করে গেছেন। তাঁর এই সাধনা তাঁর গুরু প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে ব্রিটিশ রাজের কুদৃষ্টির সামনে এনে দিতে পারে– এই আশংকায় বেলুড় মঠের সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন। দার্জিলিং–এ তাঁর মৃত্যু শয্যার পাশে ছিলেন সস্ত্রীক আচার্য জগদীশচন্দ্র। শেষ মুহূর্তে লোকমাতা নিবেদিতা তাঁর গুরু মহারাজ, পরমগুরু মহারাজের নাম উচ্চারণ করেননি। তিনি পরিষ্কার উচ্চারণ করেছিলেন– ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ। এই মন্ত্রের আর এক সাধক নরেন্দ্র মোদী। শির নহী ঝুকনে দুঙ্গা– এটা তাঁর প্রতিশ্রুতি। কাছেই এই মুহূর্তের রাশিয়া–ইউক্রেন পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ থাকার যে সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিয়েছে সেটা সর্বৈব সমর্থন যোগ্য। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব পরীক্ষোত্তীর্ণ– যদিও তা স্বার্থশূন্য নয়, ঝোলটা শক্তিমানের দিকেই টানা আছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারতও আজ যথেষ্ট শক্তিধর দেশ। তাই ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি আবেদন রাখছে মোদীজির কাছে সমস্যা সমাধানের পথ একটা বার করতে। মনে রাখতে হবে কোনও সমস্যাতেই ইউক্রেন ভারতের পাশে ছিল না। ইউএনএসসি–তে সে বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। পাকিস্তানকে আল খালিদ ট্যাঙ্ক সাপ্লাই করেছে। অটলজীর সময় স্যাংশনস সাপোর্ট করেছে। ইউরেনিয়ম হেক্সাফোর্বাইডএর বিরাট রিজার্ভ ওদের দেশে আছে, অথচ এক ছটাক খনিজ ভারত সরকারের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেয়নি। ভারত সম্বন্ধে একটা উপেক্ষার ভাব তাদের মধ্যে আছে। আমার বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে ইউক্রেনে যে ধ্বংস লীলা চলছে আমরা সেটা সমর্থন করি। সর্বে সুখিনঃ সন্তুঃ– এইটাই আমাদের সনাতনী চিন্তাধারা। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রবাদী নেতৃত্বের সেবা যেদিন থেকে পেয়েছে, রাষ্ট্র স্বার্থ সেদিন থেকে গুরুত্ব পেয়েছে। নন প্রলিফারেসন ট্রিটি মেনে এক দিন ইউক্রেন সমস্ত পরমানু হাতিয়ার নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। আমেরিকার স্যাংশন সত্ত্বেও অটলজী পরমানু পরীক্ষা বন্ধ করেন নি। প্রথম পরীক্ষা ইন্দিরার কালে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু স্বয়ং ইন্দিরা এবং রাজীব (পরবর্তী কালের কংগ্রেস) ও রাস্তায় পা বাড়ায়নি। ভারতের এত্তো বড়ো কনজ্যুমার মার্কেট হাতে বাইরে চলে যাবে এটা আমেরিকার পুঁজিপতিদের হজম করা মুস্কিল। মূলত তাদের চাপেই স্যাংশন লিফটেড হয়। কিন্তু ষড়যন্ত্র চলতে থাকে অটলজী যাতে ২০০৪ আর ক্ষমতায় ফিরতে না পারেন। ইটালিয়ন দুহিতা সোনিয়া কোন ড্রেস পরে প্রধানমন্ত্রী পদের শপথ নেবে– সব চূড়ান্ত হয়ে গেছিল। সকল স্বপ্নে জল ঢেলে দেন রাষ্ট্রপতি কালাম। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকবে নিউক্লিয়র বার–এর দায়িত্ব এবং তাঁকে হতে হবে জন্ম সূত্রে ভারতীয়– এইটাই সংবিধানের নির্দেশ। এইভাবে পচা শামুকে পা কাটলো সোনিয়ার, শোনা গেল অন্তরাত্মার আহ্বান বা হুঙ্কার। গদিতে এলো অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার ডঃ মনমোহন সিং যে নিউক্লিয়র প্রোগ্রাম ডকে তুলে দেয়নি তবে বাজেট ডিস্ট্রিবিউসন কমিয়ে দিয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নতুন রূপোলী রেখা যা দেখা যাচ্ছে সেটা মোদীজির সেবা কালেই। পরমানু বোমা পাকিস্তানের হাতেও আছে। কিন্তু নেই ট্রানসমিশন সিস্টেম। আর নেই অর্থনৈতিক ব্যাক আপ, পাকিস্তান ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ঘুরছে। আর ইউক্রেনের রাজদূত মোদীজীকে অনুরোধ করছে পুতিনের সঙ্গে কথা বলার।

করোনার দাপটের পর এই যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে ভীষণভাবে প্রভাবিত করবে। পরোক্ষ ভাবে ভারতও এর মার এড়াতে পারবে না। এবার বাজেটে ডেফিসিট ক্যালকুলেট করা হয়েছিল ক্রুড তেলের দর ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলার হবে অনুমান করে। কিন্তু এখন বহুগুণ বাড়বে। এর থেকে বাঁচার উপায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ইউক্রেনকে ন্যাটো দেশগুলো একটা শস্য গোলাতে পরিণত করার ফিকিরে ছিল। তার মাজা প্রায় ভেঙে এসেছে। ভারতের কৃষক অর্গানিক শস্য উৎপাদন করে এবং শ্রমিক আরও উন্নত শিল্প সামগ্রী এক্সপোর্ট করে এই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে। ভারতের নবীন বিজ্ঞান প্রতিভা সেমি কন্ডাক্টর, রোবোটিকস– আর্টিফিসিয়ল ইনটেলিজেনস এর ওপর নিরলস সাধনা করে যাচ্ছেন। মোদীজীর অভীষ্ট এই প্রয়াসে আরও মদৎ করা। এবার বাজেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৬৮% পর্যন্ত পর্যন্ত ডিফেন্স রিকোয়ারমেন্ট এমএসএমই–দের কাছ থেকে নেওয়া হবে এবং ২০০ কোটি পর্যন্ত টেন্ডার গ্লোবাল করা হবে না। উৎপাদকদের পক্ষে এটা বিরাট সুযোগ। এখনও পর্যন্ত আমাদের ডিফেন্স প্ল্যাটফর্ম রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল, ৫০% মতো। রুবল এর দর ৪১% কমে গেছে। এতে হেভিমেকানাইজড্ ডিফেন্স ইউনিটে রিপেয়ার মেনটিন্যানস এ প্রভাব ফেলবে। কাজেই উৎপাদক–শ্রমিক–কৃষক সকলকেই আরও পরিশ্রম করতে হবে।

লেখক কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুর

নির্মল গোস্বামী

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, দ্বাপরের কৃষ্ণসখা গৌরলীলায় রসাস্বাদনের জন্য কলিতেও আর্বিভূত হয়েছিলেন। তাঁদের সকলেই নিত্যানন্দ লীলায় গোপাল নামে অভিহিত হয়েছেন। আবার বৈষ্ণব মহাজন বা পদকর্তারা আর একটি গূহ্য সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা হল শুধু কৃষ্ণসখাগণই যে নদিয়া লীলায় এসেছিলেন লীলা সম্পূর্ণ করতে তা কিন্তু নয় ব্রজের শ্রীরাধার সখীরাও এসেছিলেন পুরুষরূপে। কৃষ্ণের সখারা যেমন চার ভাগে বিভক্ত ছিল, তেমনি সখীদেরও তিনটি ভাগ ছিল। সাধনাপরা, দেবী এবং নিত্যপ্রিয়া। নিত্যপ্রিয়ারা ছিলেন যেমন সৌন্দর্যাসখী তেমনি গুণবতী। নানা কেলিকলায় পারঙ্গম এবং রস বোধে অভিজ্ঞা।

এই গৌরচন্দ্রিকাটুকুর প্রয়োজন হল শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের বংশ পরিচয়ের সৌজন্যে। পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পিতামহো কংসারি সেন, পিতা সদাশিব কবিরাজ এবং পুত্র কানাই ঠাকুর এরা চারজনই নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাধন্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে এই রকম পরিবার তখন দ্বিতীয়টি দেখা যায়নি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্নেহধন্য কবি কর্ণপুর জানাচ্ছেন যে কংসারি সেন ছিলেন ব্রজলীলায় সখী রত্নাবলী। শ্রীরাধার অন্যতম প্রিয় সখী হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। কংসারি সেনের পুত্র সদাশিব কবিরাজ পূর্বলীলায় দেবী চন্দ্রাবলী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন দেবী চন্দ্রাবলীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন তেমনি আমাদের গৌরহরিও খুবই স্নেহ করতেন সদাশিব কবিরাজকে। মনের গভীরে অতি গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে যা কিছু অনুভব করতেন তা সবই প্রাণখুলে সদাশিব কবিরাজকে বলতেন। মহাপ্রভু একসময় শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাইকে বলেছিলেন, 'তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারী/তোমা সভাস্থানে দুঃখ কহিব উগারি' নদিয়া লীলার রসাস্বাদনের নিমিত্তেই চন্দ্রাবলি দেবী সদাশিব রূপে এসেছিলেন এযুগে।

এবার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের কথায় আসা যাক। পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর ছিলেন ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা স্তোককৃষ্ণ। কেন এরকম নাম? আমরা জানি যে, গর্গ মুনির ধ্যান যোগে পাওয়া নন্দ নন্দনের নাম কৃষ্ণ হয়েছিল। সেই সময় নন্দরাজের এক বন্ধুর ছেলেকেও কৃষ্ণের মতো দেখতে ছিল। স্তোক শব্দটার অর্থ হচ্ছে অল্প বা লঘু। এখানে কিন্তু ছোট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই স্তোক কৃষ্ণই নদিয়া লীলায় এলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আনন্দানুগ্রহকে দীন দরিদ্র দুখীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে।

নদিয়ার সুখসাগর নিবাসী সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তমদাসও সুখসাগরে বসবাস করতেন। বাপ ঠাকুরদার কৃষ্ণভক্তির পারিবারিক স্রোতে ছোটবেলাতেই ভেসে গিয়েছিলেন পুরুষোত্তম দাস। যৌবনে নিত্যানন্দ শরণে তা ফুলে ফলে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পূর্ণতা পায়। তিনি 'হরিভক্তি তত্ত্বসার সংগ্রহ' নামে একটি পুস্তক

পর্ব–৮

রচনা করেছিলেন যা বৈষ্ণব ভক্ত মণ্ডলী ও মহাজন দ্বারা ভক্তি সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়। ছোটবেলায় তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতেন বলে কথিত আছে। তিনি বাহ্যজ্ঞান রহিত থাকতেন বেশির ভাগ সময়ে। নিত্যানন্দকে হৃদয়ে নিয়ে প্রাত্যহিক কাজকর্ম করতেন। তত্ত্বসার গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ভক্তিযোগেই পরমপুরুষ গোবিন্দ লাভ করা যায়। গুরুসেবা ও সাধুসঙ্গই সহজ সরলতম পথ। তাঁর তত্ত্বের তিনি ছিলেন মূর্তিমান উদাহরণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, 'বাহ্য নাহি পুরুষত্তোমদাসের শরীরে/নিত্যানন্দ চন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে।

কবি কর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় লিখেছেন, 'স্তোক কৃষ্ণ গোপাল যে বৃন্দাবনে ছিল/ঠাকুর পুরুষোত্তম এখানে হইল/সদাশিব কবিরাজ পুত্র, বৈদ্য জাতি/নিত্যানন্দ সখা সুখসাগরে বজতি''

দেবকী নন্দন দাস ছিলেন চৈতন্যের সমসাময়িক একজন নবদ্বীপবাসী। তিনি কোনও এক সময়ে চৈতন্য নিজ জন শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি অন্যায় আচরণ করেন। তাঁর এই আচরণে গৌরহরি অন্তরে ব্যাথা পেলেন। কী আশ্চর্য্য কয়েক দিন পর দেবকীনন্দন কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত হলেন। ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের যন্ত্রণা ছাড়াও তিনি মানসিক গ্লানিতে ভুগতে থাকেন। একদিন তিনি মহাপ্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে, মহাপ্রভু আদেশ দেন শ্রীবাসের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে। শ্রীবাসের শরণাগত হলে শ্রীবাস দেবকীনন্দনকে বললেন পরমবৈষ্ণব পুরুষত্তোমদাসের শরণ নিতে। তিনি আদেশ দেন 'বৈষ্ণব নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি। বৈষ্ণব বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি।' দেবকী নন্দন তদগত চিত্তে সুখসাগরে এসে পুরুষোত্তমদাসের চরণ বন্দনা করে রোগ থেকে মুক্তি পেলেন। পুরুষোত্তম দাস তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে নিজগণে যুক্ত করলেন। এই ঘটনাই প্রমাণ দেয় যে তিনি কত বড় বৈষ্ণব সাধক ছিলেন।

পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের তিন জন প্রধান শিষ্য ছিলেন যাঁরা গুরুগত তত্ত্ব ও জীবন ধারাকে সজীব রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁরা হলেন, মাধবাচার্য, যাদবাচার্য ও দেবকীনন্দন দাস। মাধবাচার্য আবার নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গামণি দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। এই মাধবাচার্য থেকে বৈষ্ণব সাধকদের একটা স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন হয়। যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঘরানা থেকে কিঞ্চিত আলাদা এরা গেরুয়া বসনের পরিবর্তে সাদা বসন পরে। দেবকী নন্দনদাস ও বৈষ্ণব সমাজে একজন মহাজন রূপে চিহ্নিত হয়ে আসছেন।

সুখসাগর স্থানটির অবস্থান হল নদিয়া জেলার গঙ্গাতীরে। বর্তমানে শিয়ালদহ রাণাঘাট রেলপথের শিমুরালি স্টেশনে নেমে হাঁটা পথে যেতে হয়। পুরুষোত্তম দাসের পত্নীর নাম ছিল জাহ্নবা দেবী। ওদিকে নিত্যানন্দ ঘরণীরও নাম জাহ্নবা। তাই নিত্যানন্দ পত্নীকে জাহ্নবা ঈশ্বরী বলা হয়। জাহ্নবা ঈশ্বরী সহ নিত্যানন্দ প্রভু সময়ে সময়ে পুরুষোত্তম দাসের সুখ সাগরের বাড়িতে সেবা গ্রহণ করতেন। পুরুষত্তোমের গৃহে একবার এক সাধু এলেন। পথ শ্রান্ত সাধুকে সপত্নী পুরুষোত্তম সেবা যত্ন করলেন। সেবায় তুষ্ঠ হয়ে সাধুজি যাবার সময় জাহ্নবাকে বললেন মনে কোনও অপূর্ণ ইচ্ছা জানাতে। জাহ্নবা পুত্র সুখ থেকে বঞ্চিতর কথা জানালেন। সাধু বললেন আমিই তোমার পুত্র হয়ে আসব। জাহ্নবা দেবী বললেন চিনব কী করে? তখন সাধু বললেন আমি মাটির নীচে একসময় ধ্যানে মগ্ন ছিলুম। সেই সময় এক কুমোর মাটির সন্ধানে এসে সেই মাটির ঢিপিতে কোপ মারে কোদাল দিয়ে। সেই কোদালের কোপ কিছুটা আমার কাঁধে পড়ে। কাঁধের পাশে সেই দাগ দেখে তুমি আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু খবরদার এই কথা কাউকে বলতে পারবে না। তাহলে তোমার চরম সর্বনাশ হবে।

দিন–মাস–বছর পার করে জাহ্নবাদেবী সন্তান সম্ভবা হলেন। একদিন পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। ধাইমা জাহ্নবার কোলে পুত্রকে দিতেই জাহ্নবা দেবী সদ্যজাতকে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। কাঁধের কাছে সেই দাগ দেখে জাহ্নবা হেসে উঠলেন। ধাইমা হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখনকার মতো নীরব রইলেন জাহ্নবা। কিন্তু বার বার সেই প্রশ্ন করাতে দিন দশেক পরে জাহ্নবা হাসির কারণ ব্যক্ত করলেন। তখন সাধুর নির্দেশের কথা ভেবে বুঝতে পারলেন যে তার সময় আসন্ন। জাহ্নবা মারা গেলেন।

ঠিক সেই সময় নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং সুখসাগরে আর্বিভূত হয়ে সেই আঁতুর না কাটা সদ্যজাতকে খড়দহে নিয়ে এসে জাহ্নবা ঈশ্বরীর কোলে দিলেন। সেই থেকে মা জাহ্নবা ঈশ্বরী ও প্রভু নিত্যানন্দের স্নেহ ছায়ার লালিত হতে থাকল পুরুষোত্তম দাসের পুত্র। নিত্যানন্দ মা জাহ্নবা ঈশ্বরীকে বলেছিলেন এই ছেলের পরমার্থিক জীবন যাতে সুদৃঢ় হয়ে সেই শিক্ষা দিতে। পুরুষোত্তম দাস পুত্রের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ দাস। একবার মা জাহ্নবা ঈশ্বরীর সঙ্গে কৃষ্ণ দাস বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন শিশুকালে। কৃষ্ণদাসের ভাব বিহ্বল নৃত্য দেখে সেখানকার ভক্তগণ নাম দেন কানাই। সেই থেকে কানাই ঠাকুর নামে পরিচিত হয় পুরুষোত্তম দাসের পুত্র।

সুখসাগরের শ্রীপাটে পূজিত হতো সদাশিব প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল মূর্তি। এবং পুরুষোত্তম কর্তৃক স্থাপিত গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও মা জাহ্নবা ঈশ্বরীর দারুমূর্তি। মা জাহ্নবাদেবী পুরুষোত্তমকে একটি শ্যামসুন্দর বিগ্রহ দিয়েছিলেন। এই শ্রীপাটকে লোক মা জাহ্নবার গদি বলতেন। গঙ্গার ভাঙনের জন্য এই শ্রীপাট বর্তমানে চাঁদুড়িয়ার জগন্নাথ তলায় স্থানান্তরিত হয়।

সঞ্জীবকে নিয়ে মাতোয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট পুরসভা সতেরোনম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয় সিপিএমের সঞ্জীব মল্লিক । তাঁর প্রাপ্ত ভোট ১২৬৭। তৃণমূল প্রার্থী আবদুল মালিককে ১৫৩ ভোটে পরাজিত করে। ভোটের ফলাফল ঘোষণার সময় সঞ্জীব মল্লিক জেল হেফাজতে ছিলো। ভোটের দিন ইভিএম ভাঙচুরের অভিযোগে সঞ্জীব মল্লিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রামপুরহাট পুরসভার ১৭নং ওয়ার্ড থেকে সঞ্জীব মল্লিক এবার নিয়ে টানা চতুর্থবার জয়ী হলো। বুথ জ্যাম,ছাপ্পা, মারধর ভোটের দিন দুপুর দুটোর সময় বুথে আক্রমণ করা হয় তাকে । বুথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়। বুথে ছাপ্পার অভিযোগও ওঠে । জয়ের পর জামিন পান সঞ্জীব মল্লিক । বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল সাংবাদিকদের বলেন, সিপিএম আবার মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সিপিএম নরেন্দ্র মোদীর মতো মিথ্যাবাদী নয়। বুধবার সন্ধ্যায় জেল থেকে ছাড়া পান সঞ্জীব মল্লিক। সঞ্জীব মল্লিক জেল থেকে বেরোনোর পর জেল গেট থেকে পার্টি অফিস পর্যন্ত বাম কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষজন লাল আবীর খেলার পাশাপাশি মিছিল করে। সঞ্জীব বলেন, মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ায় আমার চ্যালেঞ্জ। সাধারণ মানুষজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

শিবরাত্রি মেলা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তগত সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরে শিব রাত্রি উপলক্ষ্যে শুরু হল শিবরাত্রি মেলা। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে পুজাপাঠ সহ শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য ছিলো লম্বা লাইন। করোনা মহামারির মাথায় রেখে ছিল বিশেষ ব্যাবস্থা। এই মেলায় খাবারের স্টলের পাশাপাশি ছিলো মনোহারি দোকান, দোলনা। এই মেলা চলবে দোল পূর্ণিমার আগে পর্যন্ত। এই মেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিলো চোখে পড়ার মতো।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ৩৮টি ফেরীঘাট ২৭৯/জেড.পি./ফেরী/নিলাম/২২, তারিখ : ২৮/০২/২০২২ স্মারক অনুযায়ী ০১/০৪/২০২২ থেকে ৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত এবং ২৮০/জেড.পি./মার্কেট/নিলাম/২২, তারিখ : ২৮/০২/২০২২ ক্যানিং মার্কেট কমপ্লেক্স-এর ৩০টি ঘর, ০১/৪/২০২২ হইতে ৩১/০৩/২০২৫ পর্যন্ত বছরের মেয়াদী লীজ দেবার জন্য ১৫/০৩/২০২২ তারিখে নিলাম করা হবে। ২৮১/জেড.পি./পুষ্করিণী/নিলাম/২২, তারিখ : ২৮/০২/২০২২ স্মারক বরাবর ৩৬টি পুষ্করিণী/পুষ্করিণী জমি গুলি ০১/০৪/২০২২ থেকে ৩১/০৩/২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদী লীজ দেবার জন্য ১৬/০৩/২০২২ তারিখে নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট/পুষ্করিণী/মার্কেট কমপ্লেক্স সংক্রান্ত বিবরণ ও নিলামের নূন্যতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.s24pgs.gov.in —এই ওয়েব সাইটে দেখা যেতে পারে।

স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

506(2)/DICO/S24Pgs,02.03.22

তৃণমূলী সবুজ সাইক্লোনে তছনছ বিরোধীরা

পূর্ব বর্ধমান

দেবাশিস রায় : পুরভোটে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলী সবুজ সাইক্লোন বয়ে গেল। সেই বিধ্বংসী ঝড়ের দাপটে কার্যত সর্বত্র তছনছ হয়ে একের পর এক বিরোধী রাজনৈতিক দলের শিবির। ব্যতিক্রম নয় রাজ্যের শস্যগোলা তথা একদা লালদুর্গ পূর্ব বর্ধমান জেলাও।এই জেলার মোট ছয়টি পুরসভা এলাকায় এবারও তৃণমূল কংগ্রেসের একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রইল। জেলার বর্ধমান, গুসকরা এবং দাঁইহাট পুরসভা পুরোপুরি বিরোধীশূন্য হয়ে রইল। শুধু তাই নয়, বিজেপি এবং বামফ্রন্ট কোথাও খাতা খুলতেই পারল না। তবে, কার্যত ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক শক্তি কংগ্রেস একদা নিজেদের গড় কাটোয়া শহরে ফের চমক দেখাতে শুরু করল। ২ মার্চ পুরভোটের এহেন ফলাফল ঘোষণার পর জেলাজুড়ে রাজনৈতিক মহলে যত না জল্পনা চলছে তার চেয়েও বেশি পর্যালোচনা শুরু হয়েছে বাম শিবিরে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ছয়টি পুরশহরে মোট ১১৯ টি ওয়ার্ড রয়েছে। যেগুলির মধ্যে বর্ধমানে ৩৫টি, মেমারীতে ১৬টি, গুসকরায় ১৬টি, কালনায় ১৮টি, কাটোয়ায় ২০টি এবং দাঁইহাট পুরসভায় ১৪টি ওয়ার্ড। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্যের পাশাপাশি এই জেলাতেও পুর নির্বাচন ছিল। এদিন মোট ১০৭টি পুরসভায় ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার দিনহাটা পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডের সবক'টিতেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগেই জয়লাভ করায় সেখানে আর নির্বাচনের প্রয়োজনই হয়নি। বাকি ১০৭টি পুরসভার ২১৭১টি ওয়ার্ডের ৮১৬০ জন প্রার্থীর জন্য ভোটগ্রহণ করা হয়েছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি। সেদিন রাজ্যজুড়ে ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় অশান্ত হয়ে উঠেছিল। কোথাও প্রার্থীকে মারধর, ইভিএম ভাঙচুর, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রভৃতি অনভিপ্রেত ঘটনায় রাজ্যজুড়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। এর প্রতিবাদে বিজেপি পরদিন অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যজুড়ে ১২ ঘন্টা বনধের ডাক দিয়েছিল। যদিও সেই ডাকে রাজ্যে তেমন একটা প্রভাব পড়েনি। এই পুর নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সর্বত্র বিরোধীরা কার্যত ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। অধীর চৌধুরির মুর্শিদাবাদ কংগ্রেস-এর গড়, দাপুটে অর্জুন সিংয়ের ব্যারাকপুর বিজেপি গড় কিংবা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ তাঁর পরিবারের খাস তালুক হিসেবে পরিচিত পূর্ব মেদিনীপুর গড়েও ঘাসফুলের দাপট দেখা যাচ্ছে। ব্যতিক্রম নয় পূর্ব বর্ধমান জেলাও। এই জেলার বর্ধমান, গুসকরা এবং দাঁইহাট পুরসভায় সমস্ত ওয়ার্ডেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। কালনা এবং মেমারীতে শুধুমাত্র একটি করে আসনে নির্দল প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। তবে, কাটোয়া পুরসভায় একটি ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী ছাড়াও চারটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। কংগ্রেসের এই বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে অন্যতম রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সম্পর্কে কাটোয়ার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাইপো হন। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা দীর্ঘদিনের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের খাসতালুক কাটোয়া শহর একসময় কংগ্রেসের গড় ছিল। মূলত তাঁর নেতৃত্বেই কাটোয়া বিধানসভা এলাকায় কংগ্রেস শক্তিশালী ছিল। ২০১৫ সালে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলে চারিদিকে ঘাসফুলের ব্যাপক বিস্তার ঘটতে থাকে। কিন্তু, এবার তাঁর সেই খাসতালুকেই তাল কাটল। মোট ৫টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা পরাজিত হলেন। কাটোয়ায় কংগ্রেসের এহেন ফের উত্থানে জেলার রাজনৈতিক মহল বেশ চমকিত। জেলা সিপিএমের সম্পাদক সৈয়দ হোসেন পুরভোটে পরাজয় প্রসঙ্গে বলেন, জেলাজুড়ে বেশিরভাগ জায়গাতেই তৃণমূল কংগ্রেস ছাপ্পা, রিগিং সহ নানাভাবে অশান্তি করেছে। এই পুরভোটে মানুষের রায় প্রতিফলিত হয়নি। এই ফলাফলের সার্বিক পর্যালোচনা করে আমরা ফের মানুষের কাছে যাব। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাপতি দেবু টুডু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যে এখন মানুষের দুয়ারে সরকার চলছে এবং মানুষের দুয়ারে উন্নয়ন। তাই মানুষও তৃণমূল কংগ্রেসকে দু'হাত ভরে সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়েছে। তবে, কাটোয়ায় কংগ্রেসের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজয়ের বিষয়টি দলীয় স্তরে পর্যালোচনা করা হবে।

বন্যপ্রাণী দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। সুন্দরবনে রয়েছে ৩৩৪ প্রজাতির গাছ-গাছালি। যার মধ্যে আবার ২৪ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ১২০ প্রজাতির মাছ, ৩৫ প্রজাতির সরিসৃপ, ৪২

প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। রয়েছে পৃথিবী খ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এই সমস্ত প্রাণীকূল এবং গাছ-গাছালি প্রকৃতির এবং বাস্তু-তান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। আবার এই সমস্ত প্রাণীদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। সেই সমস্ত বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। আর সেই কারণে প্রতিবছরই ৩ মার্চ আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী দিবস পালন হয়। চলতি বছরও তার অন্যথা হয়নি। প্রত্যন্ত সুন্দরবনে ঝড়খালি কোষ্টাল থানার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী দিবস পালিত হল বৃহস্পতিবার। বিভিন্ন বিষয়ের উপর নাটিকার মাধ্যমে বন্যপ্রাণীদের সম্পর্কে তাদের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। উপস্থিত ছিলেন ঝড়খালি কোষ্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারী প্রদীপ রায় সহ এলাকার সাধারণ মানুষ।

কুকুরের শেষকৃত্যে ক্লাবের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস্তার পাশে পড়ে থাকা রক্তাক্ত এক যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলেন মানবিক এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে ক্যানিং থানার অন্তর্গত আমড়াবেড়িয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানাগিয়েছে ঘুটিয়ারী শরীফের মাকালতলা এলাকার বাসিন্দা যুবক ফারিয়াদ সেখ। এদিন সকাল থেকে ক্যানিং এলাকায় কাগজ কুড়ানোর কাজ করছিল সে। আচমকা জনা কয়েকজন যুবক তাকে চোর বলে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় চিৎকার করে কান্নাকাটি করছিল ফারিয়াদ। সাধারণ পথযাত্রীরা কেউই তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি। অগত্যা নিরুপায় হয়ে রাস্তার পাশে ফুটপাথে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল সে। সেই মুহূর্তে কাগজ কুড়ানো যুবকের এহেন পরিস্থিতি দেখে এগিয়ে আসেন এলাকার সহৃদয় যুবক শুভজিৎ সরদার। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বাইক এ চাপিয়ে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। আহত যুবক ফারিয়াদ জানিয়েছে 'সে আপন মনে কাগজ কুড়াচ্ছিল। আচমকা জনা কয়েক যুবক তাকে পিছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। রাস্তার পাশে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলাম। ওই দাদা আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।' মানবিক যুবক শুভজিৎ সরদার জানিয়েছেন বাড়ি থেকে বাইক চালিয়ে ক্যানিংয়ে যাচ্ছিলাম। পথের ধারে ওই যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। সাধারণ পথযাত্রীরা যে যার মতো গন্তব্যে চলে যাচ্ছিল। সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসছিল না। দেখে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম। নিজে ওকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাই। মানুষ হয়ে মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াতে পেরে ভালো লাগছে।

শিকে ছিঁড়ল আদিগঙ্গার

প্রথম পাতার পর

আদিগঙ্গার চেতলা ব্রিজ থেকে খিদিরপুর হেস্টিংস মোড়ের দই ঘাটের সন্নিকটস্থ গঙ্গার সংযোগস্থল পর্যন্ত পলি নিষ্কাশনের প্রথম পর্বের কাজ শীঘ্রই কলকাতা পুরসংস্থার টালি নালা দফতর শুরু করেছে। এই প্রকল্পের জন্য ১১.১৬ কোটি টাকার প্রয়োজনীয় তহবিল রাজ্যের পুর নগরোন্নয়ন দফতর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আদি গঙ্গার চেতলা ব্রিজ থেকে কুঁদঘাট মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত পলি নিষ্কাশনের দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হবে প্রথম পর্বের কাজ সম্পূর্ণ হলে। প্রসঙ্গত, খিদিরপুর দইঘাট থেকে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ পর্যন্ত কলকাতা পুরসংস্থার মধ্যে প্রসারিত আদিগঙ্গার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ কিলোমিটার। এই অংশের দু'পাশে কলকাতা পুরসংস্থার ৯৭, ৯৮, ১০০,১০১, ১১০ থেকে ১১৪ নম্বর ওয়ার্ড গুলি রয়েছে। তবে আমাদের দেশের সরকারগুলির কাছে প্রকল্প রচনা, টাকা বরাদ্দ এবং কর্ম সমাপ্তির মধ্যে থাকে বিস্তর ফারাক। একেকটি প্রকল্প চলতে চলতে নয় দীর্ঘসূত্রিতায় হারিয়ে যায় নয়তো প্রকল্পের খরচ এতো বেশি দাঁড়ায় যে শেষ পর্যন্ত তার সুফল মেলে না। আদি গঙ্গার কাজ এভাবেই নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েনে বিলম্বিত হয়েছে বারবার। যারা আদি গঙ্গাকে ভালোবাসেন, আজও যারা এই পবিত্র ধারায় ডুব দিয়ে মা কালীর কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করেন তাদের কাছে প্রশ্ন থেকেই যায় এবারেও আদি গঙ্গা দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হবে না তো? উত্তর তোলা রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে। অপেক্ষায় রইলাম আমরা।

রাজ্যের অভূতপূর্ব সফল উদ্যোগ ফের জনতার দরবারে

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঐকান্তিক উদ্যোগে

১ মার্চ ২০২২ থেকে শুরু হল এই পর্যায়ের দ্বিতীয় রাউন্ডের

'দুয়ারে সরকার'

'দুয়ারে সরকার'-এর দৃষ্টান্তমূলক জনকল্যাণকর উদ্যোগের এই পর্যায়ের কর্মসূচিতে ধারাবাহিকভাবে উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে থাকছে:

● স্বাস্থ্য সাথী ● কন্যাশ্রী ● রূপশ্রী ● খাদ্য সাথী (রেশন কার্ড সংক্রান্ত) ● শিক্ষাশ্রী ● জাতিগত শংসাপত্র ● তপশিলি বন্ধু ● জয় জোহার ● মানবিক ● ১০০ দিনের কাজ ● ঐক্যশ্রী ● লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ● স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ● কৃষকবন্ধু (নতুন) ● বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ● ব্যাঙ্ক (নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা) ও আধার সংক্রান্ত সহায়তা ● কৃষিজমির মিউটেশন, জমির রেকর্ডের ছোটোখাটো ভুলের সংশোধন ও জমি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা ● কিষান ক্রেডিট কার্ড (কৃষকদের জন্য) ● মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড ● আর্টিজান ক্রেডিট কার্ড ● উইভার ক্রেডিট কার্ড ● কিষান ক্রেডিট কার্ড (প্রাণীপালন) ● স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ব্যাঙ্কের ঋণের অনুমোদন ● প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র

এ পর্যন্ত 'দুয়ারে সরকার'-এ সাড়ে চার কোটিরও বেশি রাজ্যবাসীকে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। শুধু এই পর্যায়ে প্রথম রাউন্ডে ১৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ ইতিমধ্যেই পরিষেবা পেয়েছেন।

দুয়ারে সরকার-এর কর্মসূচি:

১–৭ মার্চ ২০২২ (রাউন্ড ২)

দুয়ারে সরকার আপনার দরকার

'দুয়ারে সরকার'-এর ক্যাম্পে সকল প্রকল্প / পরিষেবার ফর্ম বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।
ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত ফর্ম ছাড়া অন্য কোনও ফর্ম গৃহীত হবে না। পরিষেবার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন।
সহায়তার জন্য (১০৭০/২২১৪-৩৫২৬) নম্বরে সরাসরি ফোন করুন অথবা
আপনার নিকটতম 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র'-এ যোগাযোগ করুন।

ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়
সব সময়ে সবার সেবায়
পাড়ার প্রয়োজনে, পাড়ার পাশে

এলাকার জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান

স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোর শূন্যতাপূরণ ও পরিষেবার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তীতে তার আশু সমাধান।

@egiye_bangla

পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে

প্রতিটি ক্যাম্পে কোভিডবিধি অবশ্যমান্য

মহানগরে

পথকুকুরের নির্বীজকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিডকালে ২০২০ – র মার্চের পর থেকে গত দু'বছর যাবৎ কলকাতায় পথকুকুরের নির্বীজকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল। ফলে কলকাতা মহানগরে পথকুকুরের সংখ্যা অত্যধিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার কোভিডকালে পথের ছোটোমাঝারি হোটেল গুলি একরকম বন্ধ থাকায় পথকুকুরদের খাবারের অভাব পড়ায় তারাও পথচারীদের অধিক সংখ্যায় দংশন করেছে। সেটা কলকাতার সরকারি হাসপাতাল গুলিতে কুকুর বিড়াল হনুমান দংশনের প্রতিষেধক দেওয়ার সেন্টারগুলির দিকে সকাল ন'টার পর তাকালেই দেখবেন লম্বা লাইন ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য। ওখানে খোঁজ নিলে জানা যায় কোভিড কালেই এই লাইনটি লম্বা হয়েছে। আগে এতো লম্বা হতো না। এবিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ উপ-মহানাগরিক অতীন

ঘোষ বলেন, কলকাতায় এখন সাতটি বা নটা ওয়ার্ড নিয়ে বরো পিছু একটি আর ১০ টা বা ১২ টা ওয়ার্ড নিয়ে বরো পিছু দু'টি অ্যান্টি র‍্যাবিশ ভ্যাকসিন সেন্টার আছে। আর সেখান থেকে কলকাতাবাসী সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে চিকিৎসকের নির্দেশ মতো অ্যান্টি র‍্যাবিশ ভ্যাকসিনের সেন্টারে থেকে চারটি ডোজ নিয়ে থাকে। আর কলকাতার পথ কুকুরদের নির্বীজকরণের কাজ কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর সারা বছর ধরে করে থাকে। কিন্তু গত দু'বছর আগে আমরা রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানে প্রতিটি ওয়ার্ড পিছু তিনটি করে অ্যান্টি র‍্যাবিশ ভ্যাকসিন এবং স্টেরিলাইজেশন সেন্টার করেছিলাম। আবার রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদান এসেছে। কলকাতা পুরসংস্থা খুব শীঘ্রই ওয়ার্ডভিত্তিক এমন সেন্টার করবে। কলকাতা পুর এলাকায় সারা বছর যাব ওয়ার্ড পিছু তিনটি করে সেন্টার হবে। সেখান থেকে অ্যান্টি র‍্যাবিশ ভ্যাকসিন দেওয়ার সঙ্গে স্টেরিলাইজেশন অতি শীঘ্রই শুরু হবে।

আইনি সমাধান চাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভায় ১৪৪টি ওয়ার্ডের অন্তর্গত জমিতে যারা নিজস্ব বাড়ি বা ফ্ল্যাট বানিয়ে বসবাস করছেন, ওই বাস্তু জমিটি কিন্তু রাষ্ট্রের সম্পত্তি, পুরসভার নয় এই তথ্য জানান গৃহমালিক সমিতি যাদবপুরের আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী।

গোবিন্দবাবু জানান, বাস্তু জমিতে বসবাস বা ভোগদখলের জন্য বসবাসকারী স্বায়ত্বকে জমির মালিক ভূমি এবং ভূমিসংস্কার দফতরকে যোজনা রেভিনিউ দিতে হয়। কিন্তু কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত সিংহভাগ রায়তরা যোজনা দেন না। অপরদিকে এই যোজনা আদায়ের ক্ষেত্রে ভূমি দফতর চরম উদাসীন, এর ফলে এক দিকে যেমন রাজ্য সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে রায়তের ঘাড়ে যোজনার বোঝা ভারী হচ্ছে। যোজনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার রায়তদের বক্তব্য হল দলিল আছে পুরসভাকে 'কর/ট্যাক্স' দিচ্ছি আবার যোজনা কীসের?

গোবিন্দবাবু জানান দলিল থাকলেই জমির মালিকানা স্বত্ব কায়েম হয় না। জমির স্বত্ব কায়েমের নিয়ম হল– জমি বা ফ্ল্যাট কেনার পর ভূমির সংস্কার দফতরের নথি থেকে 'পূর্বতন রায়তের নাম' বালিত করে 'নতুন ক্রয়কারী রায়তের নাম' নথিভুক্ত করতে হবে। নতুন রায়তের নামে যোজনা দিয়ে 'পরচা' নিতে হবে। এই 'পরচা' হল ব্যক্তির মালিকানা দলিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য পুরসভা পুর এলাকার নাগরিকদের জন্য পানীয় জল, রাস্তা মেরামত, রাস্তায় আলো, নিকাশি ব্যবস্থা অচল রাখা সহ কয়েকটি পরিষেবা দেওয়ার বিনিময়ে নিজস্ব বাড়ি এবং ফ্ল্যাট মালিকদের কাছ থেকে যে কর আদায় করে তা হল 'পরিষেবা কর' জমির ভাড়া নয়।

কলকাতা পুরসভাকে নিয়ে একাধিক পুরসভা আছে। কলকাতা ছাড়া বাকি পুরসভার রায়তরা নির্দ্বিধায় যোজনা দিচ্ছেন। কলকাতা জেলার ক্ষেত্রে এই যোজনা প্রদানের জটিল সমস্যাটি এখুনি আইনি সমাধান কাম্য।

হাত বাড়াচ্ছে হিউম্যান রাইটস্

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছর ৩ ডিসেম্বরকে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ১৯৯২ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোর সামনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ভাইস সেক্রেটারি রিনা বিশ্বাস বলেন, প্রতিদিন এই দিবস পালন করা প্রয়োজন। সমাজের প্রতিটি মানুষের মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। সমাজের প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে এই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য। সমাজে অনেক প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা আছেন যারা এই প্রতিবন্ধকতার সাথে লড়াই করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সকল সমাজসেবীরা যদি এভাবে এগিয়ে আসেন তাহলে হয়তো তাদের যে চাহিদা সেটা হয়ত কিছুটা মিটবে। তারাও চায় শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে। তাই ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল ও বিকাশ ভারতীর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে সমাজের অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই অনুষ্ঠানটিতে সহযোগিতা করেছেন বিকাশ ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার বাসুদেব ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা দে এবং ইন্টারন্যাশানাল হিউম্যান রাইটস কাউনসিলের ভাইস সেক্রেটারি রীনা বিশ্বাস, ন্যাশনাল বোর্ড সদস্য রেশম সিং, নওসাদ আলি, যশবিন্দার সিং, মঞ্জু জয়সোয়াল, সুমন্ত দত্ত, বন্দনা সিং, শর্মিষ্ঠা দে, দেবরঞ্জন বোস। মোট ৩০ জনকে হ্যান্ডিক্র্যাপ্ট ইন্সট্রুমেন্ট দেওয়া হয়েছে। ট্রাই সাইকেল ৭টি, হুইল চেয়ার-৪টি,কানের মেশিন ৬টি, এলবো স্টিক- ১টি, ক্রাচ-১টি, ব্লাইন্ড স্টিক- ১টি, কৃত্রিম পা-১টি, কৃত্রিম হাত।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

ঘাটতি বাজেটে ব্যাকওয়ার্ড ওয়ার্ডে স্পেশাল প্যাকেজ

বরুণ মণ্ডল : কেবলমাত্র অ্যাডেড ওয়ার্ড নয়, মূল কলকাতার ৫৭, ৫৮, ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও সার্বিক উন্নয়ন হয়নি। অনুন্নত ওয়ার্ড। ৫৮ নম্বর ওয়ার্ড মানে তো প্রায় পুরোটাই বস্তি। ই এম বাইপাসের ধাপা সংলগ্ন ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও ধাপার পিছনে

গ্রাম রয়ে গিয়েছে। ওই ওয়ার্ডে পা রাখলে মনে হয় গ্রামের অভ্যন্তরে রয়েছি। আবার অ্যাডেড এরিয়ার ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকলে মনে হয় ঝাঁ-চকচকে নিউ পার্ক স্ট্রিটে' এসেছি। প্রপার কলকাতার থেকে অ্যাডেড এরিয়া এখন অনেক ভালো। তাই ১০৭ নম্বর ওয়ার্ড আর এখন অ্যাডেড এরিয়া হতে পারে না। এমনই স্বীকারোক্তি কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের। ২ মার্চ ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষের জন্য ১৭৭.০০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। আর গত অর্থবর্ষের ঘাটতি ছিল ১৬১.০০ কোটি টাকা। চলতি মার্চের শেষে সেই ঘাটতি সংশোধিত হয়ে বেড়ে দাঁড়াবে ৫৮০.৭৫ কোটি টাকা। ঘাটতির কারণ হিসেবে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, গত দু'বছর অতিমারি কোভিড সিচুয়েশনে পুর রাজস্ব আদায় তলানিতে এসে ঠেকে ছিল। আশানুরূপ রাজস্ব আদায় হয়নি। তার ওপর কোভিড টিকাকরণের এতো বড়ো ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরিতে ব্যয়, 'মা – কিচেনে'র পরিকাঠামো তৈরিতে ব্যয়। আবার 'পে – কমিশনের জন্য কর্মীদের পেনশন দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে। পেনশন বেড়ে গিয়েছে। ৪০ শতাংশ কেন্দ্র দেয় আর বাকি ৬০ শতাংশ আমাদের দিতে হয়। মহানাগরিক এদিন জানিয়ে রাখেন, কোভিডের গত তিনটি ওয়েভে কলকাতা পুরসংস্থার সম্পত্তি কর, লাইসেন্স, বিজ্ঞাপন বিভিন্ন বিভাগে রাজস্ব আদায় তলানিতে এসে ঠেকে ছিল। টার্গেট অনুযায়ী কর কালেকশন হয়নি। কিন্তু গত দু থেকে তিন মাস কলকাতাবাসী খুব ভালো ভাবেই এখন সম্পত্তি কর জমা করছে। কোভিড ফোর্থ ওয়েভ যদি আবার আসে তবে এই ঘাটতি পরিমান আরও বৃদ্ধি পাবে।

মহানাগরিক বলেন, শহরের ব্যাকওয়ার্ড ওয়ার্ড গুলিকে চিহ্নিত করে উন্নয়নের টার্গেট নিয়ে স্পেশাল প্যাকেজ দিতে হবে। পিছিয়ে পড়া পূর্ব কলকাতার ৫৭, ৫৮, ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডের পাশাপাশি যাদবপুরের ১০৮, ১০৯, বেহালার ১২৭, ১২৮, গার্ডেনরিচের ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, জোকার ১৪২ ও ১৪৪ ওয়ার্ডকে ব্যাকওয়ার্ড চিহ্নিত করে এক্সপেস ডেভেলপমেন্ট কীভাবে করা যায় সেগুলো দেখতে হবে। সেগুলোকে আলাপ প্রভিশন করবো বলে তিনি জানান। তার মধ্যে এই ওয়ার্ড গুলিতে প্রায়োরিটি দিয়ে নতুন নতুন স্কিম এনে এই ওয়ার্ড গুলি তাড়াতাড়ি ডেভেলপমেন্ট করার কাজ করতে হবে। এডিবির তৃতীয় দফার সিংহভাগ অর্থ যে পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ডে বরাদ্দ হচ্ছে তাও জানিয়ে দেন। এবারের বাজেটে কাউন্সিলর এলাকা উন্নয়ন ফান্ড কাউন্সিলর প্রতি বছরে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আর ইন্টিগ্রেটেড বরো ফান্ডে বরো প্রতি ১৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এদিকে এবারের বাজেটে ডিমের দাম বৃদ্ধির জন্য মা কিচেনের ভরতুকিতে ২৪.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এদিকে ঘাটতি বাজেট বিষয়ে ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই পুর প্রতিনিধি মধুছন্দা দেব ঘর পাওয়ায় কাউন্সিলর ক্লাব রুমে বসে সাংবাদিকদের জানান, 'সমস্ত ওয়ার্ডেই এবারের বাজেটের প্রভাব পড়বে। ঘাটতি বাজেটের মতো উন্নয়নেও বিরাট ঘাটতি বছর শেষে দেখা যাবে'। রিপোর্ট প্রকাশ, আমফানে কলকাতার ৩০ শতাংশ গাছ কমে গেছে। আবার গাছ লাগানোর প্রবণতা কলকাতায় এখন বেড়েছে বলে মহানাগরিক জানান। তিনি জানান, আমফান পরবর্তী কলকাতায় বিপুল সংখ্যায় নিম গাছ লাগানো হয়েছে।

রেস্তোরাঁর লাইসেন্স বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থা ও রাজ্যের দমকল দফতরের আপত্তি উপেক্ষা করে বসতি বাড়ির নিচে কলকাতা পুর এলাকার অধিকাংশ ওয়ার্ডে বেআইনিভাবে গ্যাসের ওভেন জ্বালিয়ে রেস্তোরাঁ এবং কফি শপ চলছে। কোথাও আবার ফুটপাত দখল করেও বিলাসবহুল কফি শপের ব্যবসা শুরু হয়েছে। এমন রেস্তোরাঁ চলায় একদিকে যেমন ছোটো ও বড়ো অগ্নিকাণ্ডে বিপজ্জনক ঘটনা ঘটছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্যাক্স ও অনুমোদন না নেওয়ায় কলকাতা পুরসংস্থার রাজস্ব আদায় কম হচ্ছে। অগ্নিকান্ড রুখতে বসতি বাড়ির নিচে এমন বিপজ্জনক ব্যবসা বন্ধে কলকাতা পুরসংস্থা কী কোনও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে? আবার পাশাপাশি ওই বাড়ির ওই ঘরগুলি কী কমার্শিয়াল ট্যাক্সের আওতায় এনে কলকাতা পুরসংস্থা তাদের রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা হচ্ছে? এবিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পুরনিগম আইনের (১৯৮০) ৪৩৫এ (পুর অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে বসবাস ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে দালান ব্যবহার করা যাবে না) ধারা অনুসারে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর আইন অনুসারে কোনও রেস্তোরাঁ বা হোটেল বসত বাড়িতে থাকলে তার 'সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' নবীকরণ করা হয় না। কলকাতা পুরসংস্থার লাইসেন্স দফতরের একটি টিম বসত বাড়িতে হোটেল চিহ্নিতকরণ করে 'সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' বাতিল করে থাকে। এখন পর্যন্ত ৪১ টি 'সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' বাতিল করেছে। পুর মহাধ্যক্ষ এই ধারানুযায়ী অনুমতিপত্রে শর্তাদি এরূপভাবে আরোপ করবেন যাতে অনুমতিপত্র গ্রহীতা জীবন, স্বাস্থ্য কিংবা সম্পত্তি হানির অথবা কোনওরূপ বিরক্তি উদ্রেকের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মহানাগরিক এদিন জানান, দি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্টে (১৯৮০) সংস্থান আছে ৪১ ধরনের ব্যবসা বসত বাড়ির নিচে করা যেতে পারে। যেমন কলকারখানা, গুদামঘর, চিকিৎসা বিষয়ক সংস্থা, শিক্ষাদান সংস্থা ইত্যাদি এমন বসত বাড়িতে বসবাস ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে।

লেন্স বার্তা

ভারতবাসীর নেতাজি আকুতি : হাজরা মোড়ে সিগন্যালে তোলা নিজস্ব চিত্র।

ঐতিহাসিক নবাব কুতুবুদ্দিন ও শের আফগানের সমাধি, বর্ধমানে।

বেশ পরিস্কার বর্ধমান চিড়িয়াখানা। ছবি : অভিজিৎ কর

২৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কলকাতায় ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত স্যার রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ের (উচ্চমাধ্যমিক) ১২৫তম বার্ষিকী স্মারক ফলকের আবরণ উন্মোচন করলেন কলকাতার মহানাগরিক তথা রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে জিএসটি সহায়তার জন্য এক পুস্তিকার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট ট্যাক্স ডিরেক্টরেট খালিদ আয়জাজ আনোয়ার। উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআইয়ের সভাপতি ঋষভ সি কোঠারি।

মাটির শিবলিঙ্গ

সুব্রত দেবনাথ

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ , জাতি ও সংস্কৃতির মানুষের বসবাস। যেখানে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত আর পূর্ব ভারত থেকে পশ্চিম ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বসবাস। তাদের আচার-অনুষ্ঠান সংস্কৃতিও ভিন্ন। ঠিক তেমনই প্রাচীন সনাতন ধর্মে আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্নতা। সনাতন ধর্মের দেবতা মহাদেব বা শিবের আরাধনা ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষীর মানুষের মধ্যে রয়েছে বিভিন্নতা। মহা শিবরাত্রির দিনে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মহিলারা ব্রত রেখে প্রস্তর শিব লিঙ্গের মাথায় দুধ গঙ্গার জল ঢালার প্রথা রয়েছে তা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দাঁইহাট সংলগ্ন নয়াচরের চৌধুরীপাড়ায় কিছু হিন্দুস্তানি পরিবারের বসবাস রয়েছে, তারা প্রতিবছর শিবরাত্রির সময় ভাগীরথী নদীর পাশে নদীর

কাদামাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করে মাটির শিব লিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে শিবরাত্রি ব্রত পালন করেন। তারপর গ্রীষ্মের বৃষ্টিতে শিবলিঙ্গ ক্রমশ ধুয়ে মিশে যায় নদীর জলে। তারা প্রতি বছর এই ভাবেই শিবরাত্রির আয়োজন করে মাটির শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে আসছেন।

(কাটোয়া কলেজ ইতিহাস অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র)

ফুল থাকে অ্যাম্বারে অমলিন

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

হ্যাঁ মাত্র ৯.৯ কোটি বছর। তা থাকলো কি করে বলুন তো! ওদের গোত্রের আর কোনও ফুল-টুল আছে কী। এক ঝাঁক প্রশ্ন আমার দিকে ধেঁয়ে এলো।

টাইম মেশিনে কয়েক কোটি বছর আগে পিছিয়ে গেলে কেমন হয় বলুন তো? প্রাগৈতিহাসিক গান্ডোয়ানা মহাদেশে দেখা যেত এই ফুল। জিওগ্রাফিক্যাল এভিডেন্স অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ ট্যাকটোনিক প্লেটগুলি বা ভূগর্ভস্থ পাত স্থানান্তরিত হয়েছিল কোটি কোটি বছর আগে; সেই সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে সরে যেতে যেতে দক্ষিণ এশিয়ার মায়নমারে এসে পড়েছিল। বেশি না মাত্র চার হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে এই ফুলটি। এরা অ্যানজিওস্পার্মের র‍্যামেনেসি সমগোত্রের ফুল এদের মাসতুতো পিসতুতো ফুলগুলি দিব্যি হেসে খেলে রয়েছে। তা কি বলবো এই ফুলেদের। পরিযায়ী ফুল নাকি

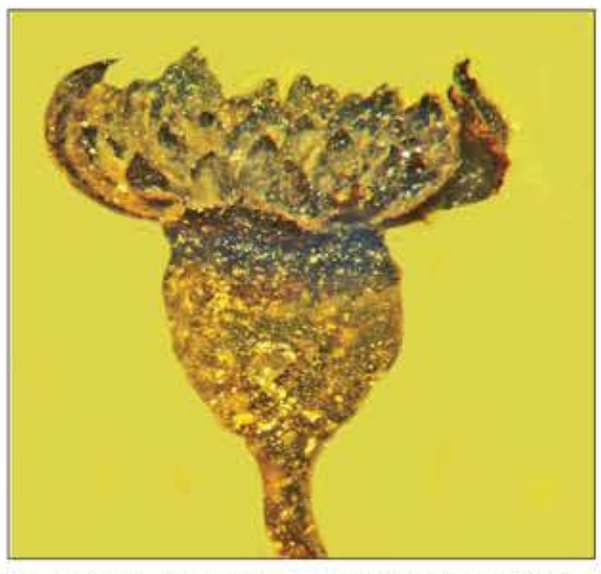

জীবন্ত জীবাশ্ম! দোটানায় পড়ে গেছি। তা এই অ্যাম্বারের মধ্যে ফুল দুটো একদম অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে এতো কোটি বছরেও কোনও ভাবে পচে বা নষ্ট হয়ে যায় নি কারণ কোনও ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার কাছে ফুল দুটি ছিল অধরা। তা এই অ্যাম্বার ব্যাপারটা কি বলুন তো? এর ইংরাজি তর্জমা করলে দাঁড়ায় ফসিলাইজড ট্রি রেজিন এটা একটা আঠালো চটচটে পদার্থের মধ্যে কোনরকমে ফুল দুটো উড়ে গিয়ে পড়েছিল এই আঠালো পদার্থের ওপর প্রায় ৯.৯ কোটি বছর আগে। কখনো যদি একটু লক্ষ্য করা যায়, দেখা যাবে বড়ো গাছগুলোর গায়ে কখনো আঘাত লাগে তার গা থেকে আঠালো চটচটে একরকম পদার্থ বের হয় অনেকটা রঙিন দেখতে। সেক্ষেত্রে কোনও পোকামাকড় বা ফুল এসে পড়ে তাতে ওর মধ্যেই আটকা পড়ে যায়। এক্ষেত্রে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে উড়ে এসে ফুলটি বসেছিল অধুনা বার্মা বা মায়নমারের খনির কাছে (এখানে পাওয়া গিয়েছে)। আর জীবিত জীবাশ্ম হলো গিয়ে যেটা পৃথিবীর বুকে হারিয়ে যাওয়ার কথা কয়েক কোটি বছর আগে তার সঙ্গী সাথীরাও হয়তো বা আগেই হারিয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে কিন্তু হঠাৎ করে দিব্যি চোখ পিটপিট করে ওদের দেখা যায় সেটাই হচ্ছে জীবন্ত জীবাশ্ম। যেমন জিঙ্কো বাইলোবা-র কথা বলা যেতে পারে। কয়েক কোটি বছর আগে হারিয়ে গেছে এরা। এদের আত্মীয় স্বজনও সবাই হারিয়ে গেছে। আমি নিজে দার্জিলিং বোটানিক্যাল গার্ডেনে তার গা ছুঁয়ে দেখেছি পাতা স্পর্শ করতে পেরেছি।

তা প্রায় ওই ১০ কোটি বছর আগে ওই ফুলটার কথায় ফিরে আসা যাক এর কেতাবি নাম ইউফাইলিকা প্রিস্কাস্টোলাটা। আর একটার নাম ফাইলিকা পাইলোবার্মেনসিস (বার্মিস অ্যাম্বার)। দুটোই র‍্যামেনিসি গোত্রের। এরা হচ্ছে গুপ্তবীজী বা অ্যানজিওস্পার্ম। ন্যাকেট সিডেড নয় কিন্তু। ইভিলিউসনের দিক থেকে এর এক আলাদা মাত্রা আছে। এরা এক লিঙ্গী। স্ত্রী ও পুরুষ ফুল আলাদা আলাদা থাকে। পুরুষ ফুলটি প্রায় ২ মিলিমিটার ব্যাসার্ধ যুক্ত। ফুলটির ভিতর বৃতি, দলমণ্ডল, ফিলামেন্ট ও পরাগধানী সবই আছে। তার মানে দশ কোটি বছর আগেও ক্রস পলিনেশন বা ইতর পরাগায়ন হতো। ডারউইন সাহেব বেঁচে থাকলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন। আমরাও হয়েছি বৈকি!

মাঙ্গলিকী

লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও কিছু ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২২ এই পাঁচদিন রবীন্দ্রসদন সংলগ্ন সবুজ মাঠ ও পরিসরে আয়োজিত হয়েছিল লিটল ম্যাগাজিনের বার্ষিক প্রদর্শনী তথা মেলা। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় ৩২৫ এরও কিছু বেশী পত্র-পত্রিকার অংশগ্রহণ করেছিল। সাধারণত জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে হয়ে-আসা এই মেলা এ বছর কিছুটা পিছিয়ে ফেব্রুয়ারীতে আয়োজিত হল। বলা বাহুল্য, ভিলেন সেই কোভিড কিংবা ওমিক্রন। বাম-জমানায় শুরু হওয়া এই মেলা আজও ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে, এটা অবশ্যই স্বস্তির। পত্র-পত্রিকা গুলির সম্পাদক, সংগঠকদের মধ্যেও তৃপ্তির ছাপ লক্ষ্য করা গেল। এবারের মেলা ঠিক কততম মেলা সেই ঘোষণা কোথাও চোখে পড়ল না। এটা কি সংগঠকদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে!

মেলার আয়োজনে অনেক পরিশীলন দেখা গেল। সুনির্দিষ্ট মাপের প্রতিটি স্টলের টেবিল, প্রতিটি পত্রিকার নাম ছাপানো পোষ্টার, মেলার সার্বিক অঙ্গসজ্জার পরিমিতিবোধ তারিফযোগ্য অগ্রগতি। মেলার স্টল বন্টনেও সুশৃঙ্খলা চোখে পড়ল। একতারা মুক্তমঞ্চে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিকাল ৪টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন অনিতা অগ্নিহোত্রী, মৃদুল দাশগুপ্ত, রাজ্য সরকারের তথ্য ও পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, বাংলা আকাদেমীর

বর্তমান সভাপতি ব্রাত্য বসু। সাহানা বাজপেয়ীর রবীন্দ্রসংগীতের মূর্চ্ছনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেল। প্রতিদিন এই মঞ্চে ছিল গল্প, কবিতা-পাঠ ও বিভিন্ন আলোচনা চক্র। প্রতিদিন পাঠের আসর বসেছিল জীবনানন্দ সভাঘর ও আকাদেমীর দোতলার সভাঘরে। এ সময়ের প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যকরাও হাজির ছিলেন তাঁদের সাম্প্রতিক সৃষ্টি-ভাণ্ডার নিয়ে। তবে একটি প্রশ্ন মনে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছিল – লিটল ম্যাগাজিন মেলায় সাহিত্য পাঠের জন্য অপেক্ষাকৃত তরুণ, অপরিচিত মুখদের পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে আনার বদলে, প্রতিষ্ঠিত লেখক-কবি বন্দনায় আকাদেমী আজও নিমজ্জিত। মেলায় অংশগ্রহণ কারী পত্রিকা গুলি থেকে লেখক-কবি বেছে নিলে, আয়োজনের গ্ল্যামারে গুরুতর মালিন্য ঘটে কিনা জানিনা। অথচ শুরু থেকেই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল, বাংলার নানা প্রান্ত থেকে প্রকাশিত নিয়মিত বা অনিয়মিত পত্র-পত্রিকাগুলিকে প্রচারের আলোকে নিয়ে আসা। জেলা-ভিত্তিক যোগদান, স্টল-বন্টন ও সীমিতভাবে হলেও মেলা চলাকালীন এই শহরে সাময়িক থাকার ব্যবস্থা করার প্রয়াস করলে, অনেক পত্রিকা হয়তো সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে আসতো। লক্ষ্য করা গেল বেশ কিছু সুপরিচিত পত্রিকার অনুপস্থিতি। করোনা-জনিত কারণ কিংবা অন্য প্রতিবন্ধকতায় হয়তো তাঁদের পাওয়া গেল না। কয়েকটি নতুন সংযোজিত পত্রিকাও ছিল এবারের মেলায়। বিভিন্ন স্টলে ঘুরে ঘুরে এই প্রতিবেদকের অভিজ্ঞতা হল যে পত্রিকার সদ্য প্রকাশিত সম্ভার মেলে ধরার বদলে, বিবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও তথাকথিত বিরল গ্রন্থরাজী বিক্রীতে অধিক আগ্রহ। অস্বীকার করার উপায়ও নেই, সেই সব বইপত্র বেশ ভালই বিকিকিনি হচ্ছিল। ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্রগুলির কী কী সমস্যা, বিতরণ ও বিপণনের কোনও সুষ্ঠু ক্ষেত্র গড়ে তোলা যায় কিনা, মুদ্রণ ও কাগজের নিরন্তর মূল্যবৃদ্ধি – ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোন সরকারী উদ্যোগ বা পরামর্শ উঠে এলো না। ফলত অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের লড়াই দিন দিন আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

চারুকণ্ঠ'র সাংস্কৃতিক প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হল। ভাষাজগতের ইতিহাসে পবিত্র এই দিনটিকে স্মরণ করে পরদিন আ-মরি বাংলা ভাষা শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শ্যামনগর শহরের চারুকণ্ঠ'।এই জেলারই নৈহাটি শহরের ঐকতান' প্রেক্ষাগৃহে মঙ্গলবার বিকেলে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলা ও বাঙালির ভাষা, বর্ণময় সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রয়াস ছিল প্রশংসনীয়। প্রারম্ভিক কথন, কবিতাপাঠ, নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি উপস্থাপনা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছিল। দূর-দূরান্ত থেকে নানাবিধ নৈবেদ্যর ডালি নিয়ে হাজির সকলের নিরলস প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্ব মনোগ্রাহী হয়ে ওঠায় চারুকণ্ঠ'র এই নিবেদন বাস্তবিকই সার্থকতা লাভ করে।

ক্যান্সার প্রতিহত করার বই

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুরারোগ্য ক্যান্সার প্রতিহত করা সম্পর্ককে যার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বইটিতে রয়েছে। রবিবার বিকেলে চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির পাঠাগারে আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্যালিয়েটিভ কেয়ার' নামাঙ্কিত বইটি প্রকাশিত হল। বইটি যত্নসহকারে লিখেছেন প্রাক্তন শিক্ষক ও ডক্টরেট প্রণব কুমার বসু। এই মারণব্যাধি রোগে আক্রান্ত যাঁরা তাদের যন্ত্রণা উপশম করা এবং চিকিৎসা প্রসঙ্গে সবিস্তারে লেখা রয়েছে। শুধুমাত্র রোগীকে নয় তার পরিবারকেও মানসিক অর্থনৈতিক চাপ যাতে খুব বেশি না হয়, সেটাও বইটিতে লেখা আছে। 'জন্মালে মরিতে হবে'- এটাই সত্য। মৃত্যুর সময় যাতে শান্তিপূর্ণভাবে বেদনামুক্ত হয়ে আমরা চলে যেতে পারি সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে, সেটাই 'প্যালিয়েটিভ কেয়ার' বইটিতে যত্ন সহকারে লেখনিতে রয়েছে। সারাবছর যাঁরা এই সমস্ত রোগীকে পরিষেবায় নিযুক্ত থাকেন তাদের ক্ষেত্রে বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এই কেয়ারে রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত শুরু

থেকে রোগীকে করা যায় তাহলে রোগীর মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বৃদ্ধি ঘটবে। সর্বোপরি প্রণববাবু তাঁর স্ত্রীর ক্যান্সারের চিকিৎসা বিষয়ে স্বচক্ষে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থটি জনসমক্ষে প্রকাশিত করার সুযোগ ঘটে। তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এদিন মঞ্চে মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ডাঃ বিপ্লবেন্দু তালুকদার বলেন, ১৯৩২ সালেই ওর্য়াল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ঘোষণা করেন প্রত্যেক ৫ জন পিছু ১ জনের মারণব্যাধিতে আক্রান্ত। আর এজন্য ভয়ংকর ঘটনা রাজ্যে গাছকাটা, এয়ারদূষণ, জলাশয় ভরাট অনবরত হয়ে চলেছে। আমরা নিজেরাই কবর খুঁড়ে রাখছি। আমাদের শরীরে জিন এপ্রোপক্সিয়েট রয়েছে। পি-৫৩ জিন কন্ট্রোল করে। আর ক্যান্সার তৈরি হয় ২০০ মিলিয়নে। এরপর আস্তে আস্তে সারা শরীরে ছড়িয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। একটি সবুজ গাছ থেকে হাজার মানুষের উপকার হবে। তিনি নির্দেশ দিলেন, বেশি ওষুধ সেবন করবেন না। মেডিসিন থেকে বিরত থাকবেন। প্রতিদিন ব্যস্ততার মধ্যেও সকালে ফ্রি-হ্যান্ড, হাঁটা, যোগা করলে শরীরটা একেবারে চনমনে থাকবে। সঙ্গে প্রয়োজনীয় টকিং রাখবেন। ডাক্তার তালুকদার পেশায় চিকিৎসক হয়েও তাঁর একটি বড় পরিচয় তিনি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি করেন বাড়িতে। চন্দননগর পুস্তকাগারের সদস্য সুমন্ত পাল এ বিষয়ে বলেন, এই ফরাসি শহরে এমন ধরনের মূল্যবান বই প্রকাশিত হল যা বিশ্ববাজারে দুরারোগ্য মারণব্যধির রোগীরা খুবই উপকৃত হবেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অরুণিমা মুখার্জী। তিনি শোনালেন 'এই আকাশে আমার মুক্তি' গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনায় ছিলেন চুঁচুড়া বাণীমন্দির স্কুলের শিক্ষিকা মৌসুমী মুখোপাধ্যায়।

কবিতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪৫ বর্ষ অতিক্রান্ত হাওড়ার সোনাতলা থেকে প্রকাশিত কবিতার পত্রিকা সায়ন্তন ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় এক আন্তরিক কবিতা পাঠের আসর বসালেন জীবনানন্দ সভাঘরে । করোনা আবহে দীর্ঘদিন বাংলা আকাদেমীর জনপ্রিয় হলগুলি বন্ধ রাখা ছিল । লকডাউন বিধি শিথিল হওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে বাংলা ভাষা চর্চার এই আশ্রয় গুলি। অর্ধেক সংখ্যক উপস্থিতির অনুমতি মেনে আয়োজিত আজকের এই কবিতা উৎসব কিন্তু হাউসফুল। চন্দ্রাদিত্য চন্দ্রের সম্পাদনায় সায়ন্তন পত্রিকার একটি স্মারক সংখ্যার প্রকাশ হল এই সন্ধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ড. অলক নাথ পাঁজা, প্রধান অতিথি কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে মঞ্চে পাওয়া গেল ব্রত চক্রবর্তী, দীননাথ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক সুখরঞ্জন চক্রবর্তী। আগত কবি, সাহিত্যিকদের স্বাগত ভাষণ দিলেন চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র। কবিতা পাঠে অংশ নিলেন চল্লিশ জনেরও বেশী কবি। দীর্ঘ বিরতির পর জীবনানন্দ সভাঘর কবিতায় কবিতায় আবার সজীব ও সচল হয়ে উঠল।

কৃষ্ণচূড়া পত্রিকার মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অতিমারির ভ্রুকুটি কাটিয়ে উঠে ৮ম বর্ষের যাণ্মাসিক কৃষ্ণচূড়া পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হল ২৮শে নভেম্বর ২০২১। এদিন সন্ধ্যায় নেতাজীনগরে সম্পাদক সুজিত দেবনাথের বাড়ির প্রশস্ত ছাতে বসেছিল এক সাহিত্য আসর। সাঁঝবাতি গোষ্ঠীর সদস্যরা উদ্বোধনী গানে শোনালেন বিখ্যাত কয়েকটি বাংলা গানের কিছু কলি নিয়ে গড়া এক মনোজ্ঞ গানমালা। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে হাজির ছিলেন সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী অরিন্দম আচার্য, শিশু সাহিত্যিক প্রবীর জানা, সাহিত্যিক তারাশংকর দত্ত, তারুণ্য সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল প্রমুখ। সম্পাদকের স্বাগত ভাষণের পর পরই উন্মোচিত হল এবারের শারদ সংখ্যা কৃষ্ণচূড়া। বারোটি গল্প, তিনটি নিবন্ধ, একটি করে ভ্রমণ ও নাটিকা রয়েছে, রয়েছে একগুচ্ছ কবিতার সমাহার। কবিতা পাঠ করলেন অরুণ ভট্টাচার্য, অদৃশ্যনাথ, আরতি দে, অশোকানন্দ, বিশ্বনাথ অধিকারী, শেফালি সরকার, অণিমা বিশ্বাস, অভিজিত মিত্র, বিজন চন্দ, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, বিশ্বজিত দে, স্বপন দাস, সুরজিত মণ্ডল, সুমিত্রা মণ্ডল, বিকাশকলি পোল্যে, ইলা দাস প্রমুখ বহু কবি, সেইসঙ্গে আবৃত্তি পরিবেশন করলেন মণিকা গুপ্ত। গল্প শোনালেন দেবযানী চক্রবর্তী। সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করলেন অরিন্দম আচার্য ও প্রবীর জানা। সঙ্গীত পরিবেশনে শ্যামল বিশ্বাস, শিবুলাল শীল, বাবুরাম কর্মকার, রঞ্জিত মিত্র, বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিক্ষক তড়িত সাহা, মালা চন্দ, ঝিমলি চক্রবর্তী, জয়ন্তী দেবনাথ, লীনা ঘোষ দস্তিদার, টিনা পাল, সবিতা বসুঠাকুর, রেশমি বসুঠাকুর ও আরও বেশ কিছু প্রবীণ শিল্পী। একফাঁকে গানও শোনালেন অরিন্দম আচার্য। সব মিলিয়ে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে সঞ্চালনা করলেন শ্রীশ সম্পাদক ইলা দাস।

নাট্যমুখ আয়োজিত নাট্য সেমিনার

কৃষ্ণচন্দ্র দে

হঠাৎ আমন্ত্রণ পেয়ে হাজির হয়েছিলাম শিশির মঞ্চে বিগত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সন্ধ্যায়। ঢাকুরিয়া নাট্যমুখ আয়োজিত নাট্য সেমিনারে।

বিষয় ছিল- সময় ও থিয়েটার। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী এবং রাণীকুঠি আঙ্গিকের নির্দেশক প্রশান্ত মজুমদার। রঞ্জনদা কোনও অনুষ্ঠানে থাকলেই সেই অনুষ্ঠানের গুণ মর্যাদা ভার অনেক গুণ বেড়ে যায়। কারণ রঞ্জনদার বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য সকলকে শুধুই মুগ্ধই করে না ঋদ্ধও করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে ঋদ্ধ করার জন্যই রঞ্জনদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি। সভার শুরুতেই ডাক পেলেন রঞ্জনদা।

রঞ্জনদা শুরু করলেন তার স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে- সময় বহমান। সময়ের সমগ্র একটা রূপ থাকে। এই সময় বা সেই সময় নাম দিলে পরিসরের গণ্ডিটা অনেক ছোট হয়ে যেত।

সময়ের থিয়েটার নিয়ে আজকে মোট পাঁচটা নাটক নিয়ে আলোচনা করতে চাই। প্রমিথিউস বন্ড সোফোক্লিসের আন্তিগোনে, রথের রশি ইবসেনের Enemy of the People, Dolls house. দেবতা জিউস প্রমিথিউসকে শিকল দিয়ে মরু প্রান্তরে বন্দি করে রেখেছিল যাতে সে আগুন মর্তবাসীদের ব্যবহারের শিক্ষা না দিতে পারে। কিন্তু প্রমিথিউস জানে মানুষ আগুনের ব্যবহার না জানলে সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারবে না। তাই সে শাস্তি পাবে জেনেও মানব সমাজকে আগুনের ব্যবহার জানাতে তৎপর হয়। সময়ের দাবি মেনেই সে মানুষকে সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে অন্ধকার থেকে আলোয় আনতে মানবসমাজকে আগুনের ব্যবহার শিখিয়ে দিল। সভ্যতার জগতে একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল সেদিন। ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয় আগুনের ব্যবহার না জানলে পৃথিবী আজ কোথায় থাকতো, মানব সভ্যতা কোনও অতলে তলিয়ে থাকতো। অন্ধকার থেকে মুক্ত করে মানুষকে সভ্যতা জ্ঞানের আলো দিয়ে সঞ্জীবিত করলো প্রমিথিউস সময়ের আহ্বানে। বিপ্লবীরা এভাবেই নিজেদের উৎসর্গ করেন মানবকল্যাণে সময়ের আহ্বানে। আন্তিগোনে সময়ের কণ্ঠ। অত্যাচারী রাজা ক্রেয়নের আদেশকে উপেক্ষা করে ভাইয়ের মৃতদেহকে সমাধিস্থ করতে তৎপর হয়। সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মানুষকে প্রতিবাদী হতেই হয়। প্রতিবাদী হতে গেলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে গেলে সিস্টেমের খোলনলচে পাল্টাতে গেলে মানুষকে দরকারে বিপ্লবী হয়ে উঠতে হয় এবং সেটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে করা যায় না।

কবিগুরুর প্রতীকি নাটক রথের রশি ও কালের কণ্ঠ। রথের রশিতে কবিগুরু গুরুত্ব দিয়েছেন সময়ের আহ্বানকে। তাইতো তাঁর কালের কণ্ঠ অচিরেই কালজয়ী হতে পেরেছে।

ইবসেনের enemy of the people সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র প্রশাসনিক অচলায়তনকে ভেঙেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন বিজ্ঞান মনস্ক ডাক্তার। এটাও সময়ের আহ্বানে সামিল হওয়া এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করা। হার জিৎ পরের ঘটনা প্রতিবাদটাই আসল। 'ডলস হাউস'-এ নোরা মানুষকে উদ্দীপনায় ভরিয়ে দিল। ১৮৭২-এ নীল দর্পণ গোটা কৃষক সমাজকেই বিদ্রোহে সামিল করে ছিল। নীল চাষের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষক সমাজের সম্মিলিত বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসককে পিছনে ঠেলে দিয়েছিল। এই গণ অভ্যুত্থান সমগ্র কৃষক সমাজের বুকে স্বরাজ বা স্বাধীনতার বীজ বুনে দিতে পেরেছিল। এই একটি নাটকই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিতে পেরেছিল।

যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নব চেতনার ফুল ফুটে ওঠে। অন্ধকার থেকে আলোর জগতে এগিয়ে যাওয়াই থিয়েটার। আমাদের সেই থিয়েটারই করতে হবে। প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী বললেন সময় সংক্ষিপ্ত। আরও এক বক্তা বাকি আছে। তারপর দুটি নাটক মঞ্চস্থ হবে, তাই বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। ২০০২ সাল থেকেই একটা লিয়েন পদ্ধতি শুরু হয়ে গেল। বাবলি নাটক থেকে শুরু হয়ে গেল নাটকে স্টার প্রথা। অর্থাৎ অন্য দলের স্টার অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে নাটক প্রযোজনা করা। আমরা অ্যাবাউট টার্ন করতে শুরু করেছি। সবাইকে নিয়ে চললে ঢাকুরিয়া নাট্যমুখ একদিন দেশের

নাটক

মুখ হয়ে উঠবে। প্রশান্ত মজুমদার শুরু করলেন- আজ বেশি বলতে পারবো না। রঞ্জনদা আগে বললে সব কথাই বলে ফেলেন। বিশেষ কিছু বাকি থাকে না। সময়ের সঙ্গে থিয়েটার এগিয়েছে। ২০০ বছরের ইতিহাস বলছি। রাজরাজাদের ভবনে থিয়েটার হতো, সাধারণের প্রবেশ ছিল না। আস্তে আস্তে মন্দির প্রাঙ্গণে আট চালায় থিয়েটার হতে শুরু হলো। সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকতো না। এটা বড় বড় জমিদারদের অর্থের বিলাস। গোপাল উড়েকে দিয়ে একদিন বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের খরচ এক লক্ষ টাকারও বেশি। একবার ভাবুন ওই আমলের একলক্ষ টাকা আজকের কত লক্ষ টাকার সমান। সুতরাং ওই সমস্ত অভিনয় নাটা ইতিহাসে স্থান পেলেও আলোচনায় ওসব অভিনয় বাদ রাখতে হবে।

যাত্রায় পুরুষ মহিলা সেজে অভিনয় করছে। ঠাকুমার সাথে যাত্রা দেখতে গিয়ে সীতা চরিত্রের শিল্পীকে বিড়ি খেতে দেখে প্রশ্ন করেছিলাম ঠাকুমা সীতা বিড়ি খাচ্ছে কেন? ঠাকুমা এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। পরে জানতে পেরেছে যাত্রায় পুরুষ মহিলা সেজে অভিনয় করে। ধীরে ধীরে নাটক নির্মাণটা শুরু হয়ে গেল। জীবন ছন্দ থেকে এগিয়ে যায় যারা তারাই থিয়েটার করে। এভাবেই ভাঙাগড়া উত্থান পতন বিবর্তন এর মধ্য দিয়ে নাটক নির্মাণ হলো এবং থিয়েটারও এগিয়ে চললো। এরপরে মোট দুটি নাটক অভিনীত হয়।

প্রথমটি 'ঘন্টা খানেক সঙ্গে ক্রটাস' দ্বিতীয়টি 'অন্ধকারে দিনরাত্রি'। আলোচনার উপসংহারে লেখক হিসাবে দুচার কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। বিষ্ণু দে, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছিলেন বিদেশি মডেল আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে বরং খারাপ হয়েছে। বাস্তবিক আমাদের নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি আমাদের যতটা কাছের ততটা আর কেউ নয়। তাই বলছি আমাদের থিয়েটার যাত্রা থেকে উঠে এলে অনেক ভাল হতো। সেটা মনে প্রাণে স্বদেশি হতো। মানুষের সাথে মানুষের নাড়ির টান থাকতো। আমাদের নাটকে দর্শনগত চর্চা দরকার। থিয়েটারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। বৈভব দিয়ে দর্শক ভোলাবার চালাকি বন্ধ করতে হবে। পরিশ্রম সংগঠন সমন্বয় এর কোনও বিকল্প হয় না।

বড় দুঃখ হয় এই কথা ভেবে আমরা সম্মিলিত ভাবে থিয়েটারকে যে জায়গায় দাঁড় করাতে পারতাম তা করতে পারিনি সময়ের সংকট বেশ ভয়ংকর। আমাদের সময়ে তালে তাল রেখে থিয়েটারটা করতে হবে। না হলে পিছিয়ে পড়তে হবে। এই চলন্ত জীবন চর্চা বাঙালির এই সাংস্কৃতিক চিন্তন, রূপের মাঝে অসীমকে ধরা যেন কোনও দিন বন্ধ না হয়। বাঙালির এই জীবন্ত দলিল বহু মানুষের মনের খোরাক দেয়। মানুষের মননশীলতা ধারে ভারে অনেক পরিশীলিত হয়ে ওঠে। মানসিক দিক দিয়ে মানুষ ঋদ্ধ হয়। নাটকে সময়কে ধরতে হবেই। লড়াইটা আমাদের মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

তাই বন্ধু! একা লড়াই করার দিন শেষ। সমবেত ভাবেই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এই সুকুমার কলা বাঙালির জীবন থেকে কখনও হারিয়ে যায় মানুষ এক যন্ত্রদানবে পরিণত হয়ে যাবে। আমরা অচিরেই বড় কাঙাল হয়ে যাব। ভাবি প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

নাটকে সমাজ মুক্তি সম্ভব না অসম্ভব এ যুক্তি অবান্তর। কারণ এটা বহু বিতর্কের জন্ম দেয়। তবে এটা ভাবতে ভাল লাগে বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও হয়, আসলে আমাদের হাতে আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটা তো নেই, ঘষা মারলেই একজন এসে বলবে হুকুম মালিক? ব্যাস সব সমস্যার সমাধান। কিন্তু তা তো হবার নয় রে ভাই, আসলে মানুষকেই খুঁজতে হবে মুক্তির পথ, এ পথ একলা চলার নয়। তাই তোমার আমার সকলের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সমাজ ধ্বংসের ধারাবাহিকতার প্রতিরোধ শ্লোগান। ভাঙবো অন্যায়ের বেড়াজাল, হিংসার বিষবাষ্প তবেই একদিন ছিনিয়ে আনতে পারবো সোনালি সূর্যের সোনালি সকাল।

তেলিনীপাড়া হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের নস্টালজিক রজত জয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফেলে আসা কৈশোরের ইস্কুল বেলায় ফিরে যেতে বোধ হয় প্রত্যেকেই ভালবাসেন। স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে খুনসুটি, খেলা, আড্ডা, অভিমান- এসবই জীবনের পরম পাওয়া। জীবনে চলার পথে এই স্মৃতিগুলি সবসময়ই বাড়তি রসদের কাজ করে। সেই রসদটুকু আরও বেশি করে ধরে রাখার জন্যই ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা ১৯৯৭ সালে তৈরি করেন পুনর্মিলন উৎসব কমিটি। এবার তাদের রজতজয়ন্তী পুনর্মিলন উৎসব দু'দিন ব্যাপী (১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি) পালন করল। প্রথম দিন সন্ধ্যায় স্কুলের অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথম নিবেদন ছিল তমাল মুখোপাধ্যায়ের আবৃত্তি সামসুল রহমানের বাইবেলের 'কালো অক্ষর' এবং সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'সমকাল'। এরপর বেহালায় শ্যামল কুমার পালের রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন সকলকে আপ্লুত করে। প্রয়াত শিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত মানকুন্ডুর দোহার সংস্থার সবিতা পাল লোকগীতি পরিবেশন করেন। তাকে পারকাসনে লক্ষ্মণ হালদার কি বোর্ডে সাধন দাস ও তবলায় নারায়ণচন্দ্র দাস সুন্দরভাবে মাতিয়ে দিলেন। ১৯৮৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র ছাত্রীদের নেতৃত্বে ছিলেন বিপ্লব ভট্টাচার্য। তাঁরা সমবেত পরিবেশনায় রবীন্দ্রসংগীত গান শোনান। 'নতুন যৌবনের দূত' ও পুরানো সেই দিনের কথা। অনুষ্ঠানটিতে

পরিপূর্ণতা আনে। এদিন এই পর্বের আবৃত্তিতে একেবারে অন্যভাবে পাওয়া গেল অদিতি দে-কে রবি ঠাকুরের 'ভারতকথা' মনোমুগ্ধকর কবিতার নির্বাচন এবং পরিবেশনাটি শ্রোতাদের মন জয় করে। অপর্ণা ভট্টাচার্য কবি সুকুমার রায়ের কবিতা পাঠ করেন। সোমা রক্ষিত কবিগুরুর প্রশ্ন কবিতা পরিবেশন মন ছুঁয়ে যায়। একসময় স্কুলের ছাত্র বর্তমানে অধ্যাপক কল্লোল ভট্টাচার্য বলেন, এই স্কুলের সঙ্গে তাদের পরিবারের চিরবন্ধনের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর দাদু অনাদি মুখোপাধ্যায় তখনকার দিনে ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন। তারপর বাবা নীলমণি ভট্টাচার্য প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এদিকে ট্রেকিং ও অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় এবারে পুজোর মুখে উত্তরাখণ্ডের যোশীমঠ, অলকানন্দা বেড়াতে যান। সেখানে ওই সময় প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি ধ্বসে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা। যা সকল বাঙালি পর্যটককে বিচলিত করে দেয়। সেই ঘটনা প্রসঙ্গে সত্যব্রত ব্যক্ত করেন। তার মুখে জুড়ে ছিল ভয়ার্ত ছাপ। 'ভ্রমণ আড্ডা' সংস্থার কর্ণধার শক্তিপদ ভট্টাচার্য এই স্কুলের ছাত্র। তাঁর অনুষ্ঠানে 'স্লাইড শো' দেখে ভ্রমণ পিপাসুদের দুষের স্বাদ ঘোলে মেটায়। এই ১৩৯ বছরের হেরিটেজ তেলিনীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়টি ভদ্রেশ্বরে অন্য স্কুল গুলির মধ্যে অন্যতম। একসময় বিদ্যালয়ে ২ হাজার ছাত্র পঠনপাঠন করতো। প্রাক্তন জাতীয় ভলিবল প্লেয়ার সুদীন সুর ও যোগমায়া কোলেকে স্কুলের পক্ষ থেকে সংবর্দ্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া প্রাক্তনীদের মধ্যে উপস্থিত সভাপতি কিশোরী মোহন ভট্টাচার্য ৮০ বছরের প্রাক্তনী তিনি ব্যান্ডেল বিদ্যাপীঠ স্কুলে ১৯ বছর প্রধানশিক্ষক পদে অলংকৃত করেন। সম্পাদক শীতল চন্দ্র কোলে, চন্দ্রমোহন ছত্রী, কোষাধ্যক্ষ হারাধন কর। কাশীনাথ কর্মকার, তপন ঘোষ, সমীরণ গুহরায়, সুজয় দে, কাজল মুখার্জী, সুভাষ রায়, অভিজিৎ দে, ডক্টর ক্যাপ্টেন সমীর দত্ত, শ্যামসুন্দর সাহা, সুকুমার ভট্টাচার্য, শিশির বিশ্বাস, শম্ভু ভট্টাচার্য প্রমুখরা বতমান প্রধান শিক্ষকদের কুমার দাস বলেন, স্কুলের এখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৭৩ জন। এর মধ্যে ৯২ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। শিক্ষক ও শিক্ষিকা ৪৬ জন রয়েছে। তথ্য সমৃদ্ধ একটি বিতর্কের সাক্ষী রইলেন সবাই। প্রায় সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ ফেলে আসা স্কুলের স্মৃতি ভাণ্ডারকে আরও একবার উজ্জ্বল করে রাখল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কালীশংকর মিত্র।

দাবার খোপে খবরদারি

অরিঞ্জয় মিত্র

কথায় বলে শতরঞ্জ কা খেল। কথায় কথায় খালি রাজা-উজির মারার ছককষা। চালের বৈচিত্র্য যে যতটা বাড়াতে পারবে সেই হয়ে উঠবে সবথেকে বড় দাবাড়ু। সুলতানি আমল হোক আর মুঘল জমানা, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত হোক আর স্বাধীন দেশ দাবা খেলার সেই আভিজাত্য সমান তালে চলছে। এমনিতে রাস্তাঘাটে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু জায়গায় দেখি তাসের আসর জমছে। কাজের দিনেও এভাবে তাসে মেতে থাকাটা হয়তো সর্বনাশই। কিন্তু ছুটি-ছাটার দিনে যারা বাড়ির ড্রইংরুম কিংবা ক্লাব ঘরে তাসের আড্ডায় জমে ওঠেন তাদের মাফ করা যায়। দাবার ঘরানাটা আবার আলাদা। এখনও অনেক পার্ক বা ব্রিজের নিচে দেখা যায় রীতিমতো মৌতাত নিয়ে দাবা খেলছেন বয়স্করা। মাঝেমধ্যে তাদের সঙ্গে এক-দুহাত মেলাচ্ছেন যুবকরাও। তবে সাধারণভাবে আমাদের কাছে দাবা যেন পরিণত মস্তিষ্ক বা একটু বয়স্কদের খেলা। এই বাংলা থেকেই কিন্তু দিব্যেন্দু বড়ুয়া, সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তারকারা উঠে এসেছেন। গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে বিশ্ব দাবার জগতে এক কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠেছেন। বিশ্বখ্যাত দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গেও এদের

সমানতালে পাল্লা দিতে দেখা গিয়েছে। আবার দুনিয়ার নিরিখে গ্যারি কাসপারভ না কারপোভদের খেলা একটা সময় একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য করেছে আমাদের উদীয়মান দাবারু সমাজ। দাবা খেলার মধ্যে একটা যে রাজকীয় মেজাজ আছে তা মানতেই হয়। আর এই মেজাজের ঘ্রাণ আস্বাদন করার জন্যই নাকি অনেকে এই খেলাকে পেশা বেছে নিয়েছেন। এমনটা শোনা যায় এদের হাল-হাঁড়িতে কান পাতলে। আগে তো এও বলা হত দাবা যারা খেলেন তাদের মগজাস্ত্র হয় সর্বাধিক শান দেওয়া। সেইজন্যই রাজা-উজিরদের খেলা হিসেবে পরিগণিত হত এই প্রাচীন খেলাটি। এখন অবশ্য শুধু রাজা-মন্ত্রীর ঘরের 'পাবলিক' নয় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেও এই খেলার প্রতি বেজায় আকর্ষণ জন্মাচ্ছে। বিভিন্ন পার্ক বা ক্লাব ঘরের এককোণে কিংবা পুরনো বাড়ির অলিন্দে তাকালে দেখা যাবে দুই দাবাড়ু নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন সাদা-কালো খোপ খোপ বোর্ডের দিকে তাকিয়ে। একেই বোধহয় বলে শতরঞ্জ কা খিলাড়ি।

দাবা খেলার ওপর এখন নজর দিচ্ছে সব সরকারই। আগের থেকে দাবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও বেড়েছে। দাবা খেলাকে সড়গড় করে তুলতে এর ওপর ওয়ার্কশপের আয়োজনও হচ্ছে নানা জায়গায়। সেখানে দেশি, বিদেশি মাস্টারদের উপস্থিতি আরও নজর কাড়ছে। দাবা খেলার উৎপত্তি কিন্তু প্রাচীন ভারতের রাজা রাজড়াদের সময় থেকেই। তখন দাবা খেলা ছিল একটা অন্যতম বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্য্যের প্রতীক। কালের নিয়মে এই দাবারও বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। রাজা-উজিরদের খেলা সঞ্চালিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ওই দাবার মধ্যে যারা বোড়ে বলা হয় সেই সাধারণের মধ্যে সমাদৃত হয়েছে দাবা। দাবার বোর্ড দেখলে এখনও 'দাঁড়াও পথিকবর' এর মতো থমকে দাঁড়ান অনেকেই। বস্তুত মানসিক শান্তি ও প্রফুল্লতার সন্ধান খোঁজেন তাঁরা এর মাধ্যমে।

দাবার দুনিয়াটা কিন্তু খোপে আটকে নেই মোটেই। বরং খোপের বাইরেও তার খবরদারি প্রভূত। মোদ্দা কথা হল বুদ্ধির গোড়ায় জল দেওয়াই হল যেন এই খেলাটি। সেইঅর্থে দাবা এক বুদ্ধিজীবী খেলাও বটে। কলকাতা শহরের বিভিন্ন মোড়ে হঠাৎ করে দেখা যায় কয়েকজন মানুষ দাবা বোর্ডের চৌকো খোপে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছেন। হঠাৎ করে পথচলতি অবস্থায় দেখলে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। তবে একটু খুঁটিয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে দিগ্গজরা দাবায় মাতোয়ারা হয়েছেন। শুধু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, আশেপাশের মানুষজনকে দেখা যায় কেমন দুভাবে বিভক্ত হয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁদের। যেন সুযোগ পেলে নিজেরাই বসে পড়েন আর কী। কথা হল এভাবে প্রাক্টিশের মাধ্যমেও কী বড় প্লেয়ার উঠে আসতে পারে। এখানে দেখতে হবে যাঁরা খেলছেন তাঁরা কী নেহাত সময় কাটানোর জন্য এসেছেন। নাকি সত্যি সত্যি প্রস্তুতি চলছে বড় ম্যারাপ বাঁধার?

ফুটবলের ফোয়ারায় উদ্ভাসিত তিলোত্তমা

যুধিষ্ঠির নস্কর

পৃথিবীর ফুটবল বোদ্ধারা সাধারণত দুভাগে আড়াআড়ি বিভক্ত। এই ধারাটা আমরা যবে থেকে ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তবে থেকেই শিখেছি। একদল যখন ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মতো লাতিন আমেরিকাভুক্ত দেশের ফুটবল স্কিলে মুগ্ধ, অপরপক্ষ তখন জার্মান-ইতালি-ফ্রান্সের পাওয়ার ফুটবলে রীতিমতো মজে। এমনকি ফুটবল বিশ্বকাপের সময় এই সমর্থন আর আবেগটা সাঙ্ঘাতিক জায়গায় পৌঁছে যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেবুড়োরা এসব নিয়ে এমন মাতামাতি শুরু করে যে বলার নয়। কোথাও হয়তো দেখা গেল বিরাটাকার হলুদ-সবুজ পতাকা ঝুলছে ব্রাজিলের। আবার কোন গলিতে দেখা যাচ্ছে আকাশী নীল-সাদা আর্জেন্টিয়ান জার্সি। এভাবে কলকাতা সহ গোটা ভারত তথা ফুটবল বিশ্ব মেতে ওঠে। লাতিন আমেরিকার সমর্থক হয়তো একটু বেশি পাওয়া যায় কলকাতায়। তবে হালফিলে সিটি অফ জয় তেও পাওয়ার ফুটবলের বাদশাহ ইউরোপীয় দেশের পতাকাও ঝুলছে। এদের মধ্যে সমর্থনের নিরিখে শীর্ষে জার্মানি। পরে পরেই রয়েছে স্পেন, ইতালি, ফ্রান্সের মতো দেশের প্রতি সমর্থকদের ভাবাবেগ।

এইভাবে যারা ফুটবল দুনিয়ার নক্ষত্রদের নিয়ে মাতামাতি করতে পারেন তাদের জন্য ফুটবল মহোৎসবের আয়োজন হয়। চারবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে নিয়ম মেনেই হয়ে থাকে ইউরোপিয়ান কাপ। তার পিছু নেয় কোপা আমেরিকা কাপ। এমন মওকা কেউ ছাড়ে। বাংলা তথা তামাম দুনিয়ার ফুটবলপ্রেমীরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠেন। দেখা যায় রাত জেগে ইউরোপিয়ান কাপ শেষ করেই ভোরের প্রথম চা খেতে খেতে কোপা কাপের খেলা দেখতে বসে যান বাঙালি। ফুটবল টাইমিংটাই যে এরকম হয়। ভাবুন তো আমাদের সামনে দুই ফুটবল বিশ্বের সুপার স্টাররা প্রায় সমসাময়িক সময়ে মাঠে নামছেন, গোল করছেন। কদিন পরেই যে ইউরো ফুটবল শুরু হবে তার শ্রেষ্ঠত্বের তকমা পাওয়ার দাবিদার কিন্তু অনেকেই। এঁদের মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানি, ইতালি, স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জোরদার টক্কর নেওয়ার জন্য আসরে রয়েছে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, গ্রিস, ডেনমার্কের মতো দেশ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই যে ইউরো কাপে হবে তা বলাইবাহুল্য। এখন দেখতে হবে কোপা কাপকে কতটা পাল্লা দিতে পারে ইউরোপিয়ান কাপ। সমান্তরাল ভাবে দুটো টুর্নামেন্ট চলাকালীন দর্শকের নজর কোন দিকে বেশি থাকে সেটাও ফুটবল বিশ্বের কাছে বড় প্রশ্ন। কলকাতা বরাবর ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত। বর্ষীয়ান হলেও পেলের লাইভ ম্যাচ দেখা কলকাতা কিন্তু মারাদোনার কোনও ম্যাচ এই শহরে দেখতে পাননি। তাও মারাদোনাকে হাতের কাছে পেয়ে সেই কষ্ট সুদে আসলে মিটিয়ে নিয়েছে কলকাতা। এছাড়াও বোখুম-সহ বহু নামিদামি বিদেশি ক্লাব টিম এখানে খেলে গিয়েছে। আরও এক মেগা ফুটবল ইভেন্ট কলকাতায় বসেছিল নেহরু কাপকে কেন্দ্র করে ১৯৮৪ সালে। সেই বছর দুনিয়ার 'এক সে এক' তারকা ফুটবলার হাজির হয়েছিল শহরের প্রাণকেন্দ্রে। তখন অবশ্য যুবভারতী তথা সল্টলেকে ফুটবল ম্যাচ হওয়ার চল ছিল না। আজ যেটা শহরের সবথেকে বড় ক্রিকেট গ্রাউন্ড সেই ইডেন গার্ডেন্সে বসত ফুটবলের হাট। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যাঁরা কলকাতায় খেলে গিয়েছেন পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই স্টার। এদের মধ্যে ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা দলের বুরুচাগা, ভালদানো, ব্রাউন, গোলকিপার পম্পিদো তো ছিলেনই। মারাদোনার নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা দলের কোচ কার্লোস বিলার্ডোও ছিলেন সেই সফরে। সেই আর্জেন্টাইন ব্রিগেডে আরও এক তারকা ছিলেন যাকে তখনকার জমানায় মারাদোনার সঙ্গে তুলনা করা হত। সোনালী চুলের অধিকারী গারেকা কিন্তু ফুটবল মানচিত্র থেকে প্রায় মুছেই যান পরবর্তীকালে। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যুগোস্লাভ কোচ চিরিচ

CRISTIANO RONALDO-PACO ALCACER-LIONEL MESSI-NEYMAR-XHERDAN SHAQIRI

মিলোভানের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় দলও ছিল প্রখর শক্তিশালী। শক্তিশালী আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ের মতো দলগুলির বিরুদ্ধে যে ম্যাচ উপহার দিয়েছিল ভারত তা আজও আলোচনাযোগ্য। ভাস্কর, মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রসূন, প্রশান্ত, মানস, বিশ্বজিৎ, কৃষেন্দু, অলোকরা তখন সমানে সমানে লড়ে গিয়েছিলেন এই দলগুলির বিরুদ্ধে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে জোর টক্কর দিয়ে ১-১ ড্র করেছিল মিলোভানের ভারত। আর্জেন্টিনার ১১ নম্বর বুরুচাগার সঙ্গে জার্সি বদল করেছিলেন ভারতীয় ১১ নম্বর জার্সিধারী বিদেশ বসু। তৎকালীন উরুগুয়ে টিমও ছিল বেজায় শক্তিশালী। বিশ্বকাপার রামোস, ফ্রান্সিসকোলি, রডরিগেজরা সেবার কলকাতার ফুটবলকে রীতিমতো মাতিয়ে তুলেছিলেন। হাঙ্গেরির দুর্ধর্ষ ফ্রিকিক টেকার লাজলো কিসের খেলা এখনও মনে আছে বহু ফুটবল ভক্তের। দক্ষিণ কোরিয়ান জুং বং পার্কও কম যান নি কোনও অংশে। তবে ৫০-৬০ কিংবা সত্তরের দশকের পর আরও একবার ভারতীয় ফুটবলকে মাইলেজ দিয়েছিল নেহরু গোল্ড কাপ-১৯৮৪। এভাবেই কবে যে সাবালক হয়ে উঠেছে কলকাতা ফুটবল তা নিজেরাই বুঝতে পারে নি।

মোহন উত্থানেও তাল কাটছে লাল-হলুদের

গোবর্ধন মালাকার

মোহনবাগান যখন আইএসএল জয়ের লড়াই দিচ্ছে তখন লিগ তলানিতে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের এই ডামাডোল ব্যথিত করছে পুরো বাংলার ফুটবল মহলকে। কারণ, মোহন-ইস্ট হল বাংলার খেলাধুলার জগতের দুই শক্তপোক্ত পিলার। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যে ডামাডোল শুরু হয়েছে তা যে সহজে মেটার নয় তার ইঙ্গিত আগেই তুলে ধরা হয়েছিল। মান্ধাতার আমলে ক্লাব চালানোর অভিযোগ উঠছে ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এমনকি বিদেশি আনার নামে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগেও কলুষিত হচ্ছে এরা। মূলত ২-৩ জন কর্তা নিজেদের করায়ত্ত করে রাখার জন্যই লাল-হলুদ ভারতীয় ফুটবলের মূল স্রোতে মিশতে পারল না বলে অভিযোগ উঠছে বারংবার। 'কালকের যোগী' বেঙ্গালুরু এফসি তাই মাত্র কবছরের মধ্যেই দেশের ফুটবলের অন্যতম সেরা শক্তি হয়ে উঠেছে। আইজল, মিনার্ভা পাঞ্জাব, লাজং প্রভৃতি দলগুলিও আগামীতে বেঙ্গালুরুর পথ অনুসরণ করবে বলে মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। ইস্টবেঙ্গল হাজারো সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেশের ফুটবলের মূল ধারা থেকে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকবে।

এমনিতেই বিগত বেশ কিছু বছর জাতীয় ফুটবলে সেভাবে দাগ কাটতে পারছে না কলকাতার দলগুলি। মোহনবাগান তাও এক যুগ পরে আইলিগ ঘরে তুললেও ইস্টবেঙ্গল সেদিক থেকেও অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। তাও দেখা যাচ্ছে আইএসএলে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরা নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনাই নেই লাল-হলুদের। আশঙ্কা এটাই যে এমন দিন হয়তো সামনে এসে হাজির হবে যেদিন আইলিগটাই কার্যত ভ্যানিশ হয়ে যাবে দেশের ফুটবল মানচিত্র থেকে। সেক্ষেত্রে সবেধন নীলমণি হয়ে থাকবে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গলের হাল যেন আবার মহমেডান স্পোর্টিয়ের মতো না হয়। এমন ভয়ও পাচ্ছেন অনেকেই। বস্তুত তাও ফুটবল মুখিয়াদের মধ্যে কোনও তাপ-উত্তাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে

না। ভারতীয় ফুটবল যে র‍্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে অনেকটাই এগিয়েছে তা বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই নজরে আসছে। এতটা ধাপ এগনো যে শুধুমাত্র সাধারণ উদ্যোগে যে সম্ভব নয় তাও মোটের ওপর পরিষ্কার। আসলে অনেকদিনের পরিকল্পনার ফসল এখন একটু একটু করে তুলতে শুরু করেছে ভারতীয় ফুটবল। আর এর অন্যতম বড় অনুঘটকের নাম নিঃসন্দেহে আইএসএল। বিদেশি প্লেয়ারদের ও বিশ্বকাপারদের (হোক না সোনালী ফর্ম খানিকটা পিছনে ফেলে আসা) সঙ্গে খেলার সুযোগ অভাবনীয়ভাবে পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলাররা। এর সঙ্গে আইলিগে বিদেশি খেলোয়াড় বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিশ্চিতভাবে পক্ষে গিয়েছে। মোদ্দা কথা বিদেশিদের সঙ্গে এক টিমে বা বিপক্ষে খেলতে খেলতে এক অন্য ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। যা রাফ অ্যান্ড টাফ করে তুলেছে ভারতীয় নতুন প্রজন্মকে। এভাবেই ক্রমোন্নতির দিকে আগুয়ান হয়েছে ভারতীয় ফুটবল।

আই লিগের দিকে তাকালে দেখা যাবে এখানে গত কয়েকবছর ধরে এক নতুন ধরনের ট্রেন্ড গড়ে উঠেছে। সেটা হল গুটি কয়েক ক্লাবের বাইরে গিয়ে ফুটবল খেলার বিকেন্দ্রীকরণের ঘটছে। সেজন্যই ৪-৫ বছরের মধ্যে বেঙ্গালুরু এফসি (এবার অবশ্য আইলিগের পাঠ চুকিয়ে তারা আইএসএল অভিযান চালাচ্ছে), আইজল, লাজং এফসি, পাঞ্জাব মিনার্ভা, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এই দলগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে তারা এই মুহূর্তের সেরা ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের থেকে কোনও অংশে কম নয়। তবে মোহন ধারাবাহিকতা থেকে পারফরম্যান্সের নিরিখে বেজায় পিছিয়ে ইস্টবেঙ্গল। খারাপ তো লাগেই। বিশেষ করে সদস্যসমর্থকদের। ক্লাবের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই যাদের মূলধন। একদিকে মোহনবাগানের রমরমা দেখলে নিশ্চিতভাবে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়ে। সত্যিই তো পড়শি ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই লড়ছে। আর আমরা কিনা খাদের ধারে তলিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। এই জায়গা থেকে মূলমঞ্চে ইস্টবেঙ্গল ফিরে আসুক এটা কিন্তু চায় বাংলার প্রতিটি ফুটবল প্রেমী। কারণ, ইস্টবেঙ্গল না থাকলে মোহনবাগানের সেই লড়াই জমে নাকি কখনও। সেই জায়গা থেকে কায়মনোবাক্যে এটাই চাওয়া ইস্টবেঙ্গল যেন রাজকীয় মেজায় ফুটবলের মূল স্রোতে ফিরে আসে। গত এক-দুবছরের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে লাল-হলুদ ঝলকানিতে উদ্ভাসিত হয় তিলোত্তমা।

ঘরের মেয়ে বিশ্বকাপে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘরের মেয়ে সুযোগ পেয়েছে বিশ্বকাপে খেলবার। তাই শিলিগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স এর পক্ষ থেকে গোটা শিলিগুড়ি জুড়ে লাগানো হল রিচা ঘোষের ছবি সহ ফ্লেক্স। শিলিগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স এর পক্ষ থেকে সভাপতি অর্ধ শতরান করেছে, ও ফর্মে আছে আশাকরি ও ৬ তারিখ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে। আমরা শিলিগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স এর পক্ষ থেকে ওকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানিয়েছি। ওর বয়স কম একদিন ও ভারতীয় দলের

মনোজ ভার্মা জানালেন আগামী ৬ মার্চ নিউজিল্যান্ডে ভারত খেলবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে,আর সেই ম্যাচে খেলবে আমাদের ঘরের মেয়ে রিচা ঘোষও কয়েকদিন আগেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দুরন্ত অন্যতম অপরিহার্য খেলোয়াড় হবে। এদিন রিচা ঘোষের বাবা সমর ঘোষ জানান আমি গর্বিত আমার মেয়েকে নিয়ে। ও ভারতীয় দলে নিয়মিত খেলুক আমি সেটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

স্টিয়ারিং হাতে রাজ্যের প্রথম মহিলা মিনিবাস চালক প্রতিমা

মলয় সুর

রাজ্যে প্রথম মহিলা মিনিবাস চালক প্রতিমা পোদ্দার। হাওড়া-নিমতা রুটের মিনিবাসে প্রতিমা সাহা পোদ্দার চালক আর তার স্বামী শিবেশ্বর পোদ্দার বাসের গেটে কন্ডাক্টরি করেন। প্রতিদিন ভোর ৩টে ২০ মিনিটে নিয়ম করে ওঠেন নিমতা-হাওড়া ভোরের মিনিবাস চালক কন্ডাক্টর জুটি। দু'বার হাওড়া-নিমতা যাত্রায়াতের পরে প্রতিমা দেবীর বাড়ি নিমতা শ্যামা প্রসাদ নগরের বাড়িতে ফেরা। তারপর দুই মেয়ে রাখি এবং সাথীকে দেখভাল করতে হয়। বড় মেয়ে রাখি এন্টালিতে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা গভঃ কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এবারে ছোট মেয়ে সাথী উদয়পুর হরদয়ালনাথ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ২৪ বছরের প্রতিভাবান রাখি সাঁতারের ডাইভিংয়ে বাংলাকে এনে দিয়েছেন অনন্য সম্মান। মেয়েটির সাফল্যের ঝুলিটি কিন্তু কম বড় নয়। পঞ্জাবের পাতিয়ালার অল ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এরপর ২০১৯-এ পঞ্জাবে এল পি ইউনির্ভাসিটিতে সিনিয়র ন্যাশনালে স্প্রিং বোর্ডে সিলভার ও হাইবোর্ডে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। বাংলা থেকে ডাইভিংয়ে একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের দিন একটি নিউজ চ্যানেলে ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে প্রতিমা সাহা পোদ্দার, শিবেশ্বর এবং মেয়ে রাখি এসেছিলেন। রাখি পড়াশোনা করছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর ফাঁকে মিনিবাস চালানো শিখে নিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর রীতিমতো লাইসেন্স রয়েছে। রাখির খুব ইচ্ছা আস্ত একটা ট্রেন চালানোর। তাঁর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ, এই রাজ্যের সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার চাকরি ক্ষেত্রে রিক্রুট বন্ধ রেখেছেন অথচ দিল্লি, মুম্বইয়ে মহিলারা অনায়াসে স্টিয়ারিং সিটে বসছেন। কোনও কাজই ছোট নয়। সংসারের হাল ধরতে প্রতিমাদেবী ফের বিকেল সাড়ে ৩টা নাগাদ মিনিবাসে উঠে আবার স্টিয়ারিং ধরেন। রাত ১০-১১টার মধ্যে বাড়ি ফেরা। বছর পঁচিশ আগে নিমতার শ্যামাপ্রসাদ নগরের শিবেশ্বরের সঙ্গে বিয়ে হয় পাইক পাড়ার প্রতিমার। সংসার সামলাচ্ছিলেন। পরে শিবেশ্বরের পরিশ্রম লাঘব করতেই

গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ নেন প্রতিমা দেবী। একটি বেসরকারি হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স চালাতেন শিবেশ্বর। সেই অ্যাম্বুল্যান্সেই গাড়ি চালানোর হাতে খড়ি প্রতিমাদেবীর। তারপর ১০ বছর ধরে ১৮৫ রুটে নিমতা বেলঘড়িয়া-হাওড়া রুটে মিনিবাস চালাচ্ছেন। রাখির বোন সাথীও জিমন্যাস্টিকে বেশ কয়েকটি ন্যাশনাল করেছে। দক্ষ জহুরির মতোই সেদিন ছোট্ট মেয়েটার প্রতিভাকে চিনতে ভুল করেননি তাঁর কোচ। সাথীকে ঘষে মেজে তৈরি করতে থাকলেন এই খুদে প্রতিভাকে। কিন্তু সংসার চালাতে মাকে কত কষ্টই না করতে হচ্ছে। বাড়ি ফিরে একটুও সময় পায় না। কাজের লোক নেই। অন্য কন্ডাক্টর রাখা হয় না। যাতে তাদের মাহিনা দিতে হয়। আমাদের দেখভাল করতে মায়ের কষ্টের শেষ নেই। আমার একটা চাকরি হলে মায়ের কিছুটা কষ্ট লাঘব হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com